# প্রকাশিত বাক্য

### যোহন এই পুস্তকের সম্বন্ধে বললেন

1 এই হল যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত বাক্য। যেসব ঘটনা
খুব শীঘ্রই ঘটবে তা তাঁর দাসদের দেখানোর জন্য
ঈশ্বর যীশুকে তা দিয়েছিলেন; আর খ্রীষ্ট তাঁর স্বর্গদূতকে
পাঠিয়ে তাঁর দাস যোহনকে তা জানালেন। 2যোহন যা
যা দেখেছিলেন সে সব বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। এ হল
সেই সত্য যা যীশু খ্রীষ্ট তাঁর কাছে বলেছিলেন–যা
কেবলমাত্র ঈশ্বরের বার্তা। 3ধন্য সেইজন, যে এই বার্তার
বাক্যগুলি পাঠ করে এবং যারা তা শোনে ও তাতে
লিখিত নির্দেশগুলি পালন করে তারাও ধন্য, কারণ
সময় সন্নিকট।

### যোহন খ্রীষ্ট মণ্ডলীর কাছে যীশুর বার্তা লিখলেন

4এশিয়া প্রদেশের* সাতটি খ্রীষ্ট মণ্ডলীর কাছে আমি
যোহন লিখছি :

ঈশ্বর যিনি আছেন, যিনি ছিলেন ও যিনি আসছেন
এবং তাঁর সিংহাসনের সম্মুখবর্তী সপ্ত আত্মা 5ও যীশু
খ্রীষ্টের কাছ থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের মধ্যে
নেমে আসুক। বিশ্বস্ত সাক্ষী যীশু, যিনি মৃতদের মধ্য
থেকে পুনরুত্থিতদের মধ্যে প্রথম এবং এই পৃথিবীর
রাজাদের শাসনকর্তা; তিনি আমাদের ভালবাসেন এবং
নিজের রক্ত দিয়ে আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করেছেন।
6যীশু আমাদের নিয়ে এক রাজ্য গড়েছেন এবং তাঁর
পিতা ঈশ্বরের সেবার জন্য আমাদের যাজক করেছেন।
যীশুর মহিমা ও পরাক্রম যুগে যুগে হোক্ ! আমেন।

7দেখ, যীশু মেঘ সহকারে আসছেন ! আর প্রত্যেকে
তাঁকে দেখতে পাবে, এমনকি যারা তাঁকে বর্শা* দিয়ে
বিদ্ধ করেছিল, তারাও দেখবে। তখন পৃথিবীর সকল
লোক তাঁর জন্য কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে। হ্যাঁ, তাই ঘটবে!
আমেন। 8প্রভু ঈশ্বর বলেন, "আমিই আল্‌ফা ও
ওমিগা;* আমিই সেই সর্বশক্তিমান। আমিই সেই জন
যিনি আছেন, যিনি ছিলেন এবং যিনি আসছেন।"

9আমি যোহন, খ্রীষ্টেতে তোমাদের ভাই। আমরা
একসাথে যীশুতে রয়েছি এবং রাজ্য, ধৈর্য্য ও কষ্ট সহ্য
করায় আমরা সহভাগী। আমি পাটম্* দ্বীপে ছিলাম
কারণ আমি ঈশ্বরের বাক্য এবং যীশুর প্রকাশিত সত্য
প্রচার করেছিলাম। 10আমি প্রভুর দিনে আত্মাবিষ্ট হলাম;
আর পেছন থেকে এক উচ্চস্বর শুনতে পেলাম। মনে
হোল তূরীধ্বনি হচ্ছে। 11ঘোষিত হোল, "তুমি যা দেখছ
তা একটি পুস্তকে লেখ, আর ইফিষ, স্মুর্ণা, পর্গাম,
থুয়াতীরা, সার্দ্দি, ফিলাদিল্‌ফিয়া ও লায়দিকেয়া এই
সাতটি মণ্ডলীর কাছে তা পাঠিয়ে দাও।"

12আমার সঙ্গে কে কথা বলছেন তা দেখার জন্য
আমি পেছন ফিরে তাকালাম এবং দেখলাম, সাতটি
সুবর্ণ দীপাধার। 13সেই দীপাধারগুলির মাঝখানে দাঁড়িয়ে,
"মানবপুত্রের মতো একজন।" পরণে তাঁর লম্বা পোশাক;
আর বুকে জড়ানো সোনালী কটিবন্ধ। 14তাঁর মাথা ও
চুল ছিল পশমের মত—যে পশম তুষারের মত শুভ্র;
তাঁর চোখ ছিল আগুনের শিখার মতো। 15তাঁর পা যেন
আগুনে পোড়ানো উজ্জ্বল পিতল, বন্যার জলকল্লোলের
মতো তাঁর কণ্ঠস্বর। 16তাঁর ডান হাতে সাতটি তারা,
তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছিল এক তীক্ষ্ণ দ্বিধারযুক্ত
তরবারি। পূর্ণ তেজে জ্বলন্ত সূর্যের মত তাঁর রূপ।

17তাঁকে দেখে আমি মরার মতো তাঁর চরণে লুটিয়ে
পড়লাম। তখন তিনি আমার গায়ে তাঁর ডান হাত
রেখে বললেন, "ভয় কোর না! আমি প্রথম ও শেষ।
18আমিই সেই চিরজীবন্ত, আমি মরেছিলাম, আর দেখ:
আমি চিরকাল যুগে যুগে জীবিত আছি! মৃত্যু ও
পাতালের* চাবিগুলি আমি ধরে আছি। 19তাই তুমি যা
যা দেখলে, যা যা এখন ঘটছে আর এরপর যা ঘটবে
তা লিখে নাও। 20আমার ডানহাতে যে সাতটি তারা ও
সাতটি সুবর্ণ দীপাধার দেখলে তাদের গুপ্ত অর্থ হচ্ছে
এই— সাতটি তারা ঐ সাতটি মণ্ডলীর স্বর্গদূত আর
সেই সাতটি দীপাধারের অর্থ সেই সাতটি মণ্ডলী।

### ইফিষের মণ্ডলীর কাছে যীশুর পত্র

2 "ইফিষে মণ্ডলীর স্বর্গদূতদের উদ্দেশ্যে লেখ: "যিনি
তাঁর ডান হাতে সাতটি তারা ধরে থাকেন আর
যিনি সাতটি সুবর্ণ দীপাধারের মাঝে যাতায়াত করেন
তিনি বলছেন: 2আমি জানি তুমি কি করেছ। তুমি কঠোর
পরিশ্রম করেছ, ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করেছ। তুমি যে দুষ্ট
লোকদের সহ্য করতে পার না তাও আমি জানি। যারা
প্রেরিত নয় অথচ নিজেদের প্রেরিত বলে দাবী করে
তুমি তাদের পরীক্ষা করেছ, আর তারা যে মিথ্যাবাদী
তা জেনেছ। 3আমি জানি তোমার ধৈর্য্য আছে; আর
আমার নামের জন্য দুঃখকষ্ট সহ্য করেছ, ক্লান্ত হয়ে
পড়ো নি।

---

**এশিয়া প্রদেশ** এশিয়া মাইনরের পশ্চিম প্রান্ত (বর্তমান তুর্কী)।

**বর্শা** যখন যীশুকে মারা হয়েছিল তখন তাঁকে পাশ থেকে বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করা হয়েছিল।

**আমিই ... ওমিগা** গ্রীক বর্ণমালার প্রথম এবং শেষ বর্ণ দুটি। আল্‌ফা অর্থ 'আদি', ওমিগা অর্থ 'অন্ত'। দুই-ই ঈশ্বর।

**পাটম** এশিয়া মাইনরের (বর্তমান তুর্কী) উপকূলবর্তী এইজিয়ান সমুদ্রের একটি ছোট দ্বীপ।

**পাতাল** পাতাল অর্থাৎ মৃত্যুর পর মানুষ যেখানে যায়।

4"তবু তোমার বিরুদ্ধে আমার এই অভিযোগ আছে:
তোমার যে ভালবাসা প্রথমে ছিল তা তুমি হারিয়ে
ফেলেছ।
5তাই তুমি চিন্তা করে দেখ কোথা থেকে তোমার
পতন হয়েছে। অনুতাপ কর, আর শুরুতে যেসব কাজ
করতে তাতে ফিরে যাও। তুমি যদি অনুতাপ না কর
তবে আমি তোমার কাছে আসব ও তোমার দীপাধারটি
তার স্থান থেকে সরিয়ে দেব। 6কিন্তু একটি গুণ তোমার
আছে, তুমি নীকলায়তীয়দের* কাজ ঘৃণা কর, তাদের
কাজ আমিও ঘৃণা করি।
7"যার শোনার মত কান আছে সে শুনুক আত্মা
মণ্ডলীগুলিকে কি বলছেন। যে বিজয়ী হয় আমি তাকে
জীবন বৃক্ষের ফল খাওয়ার অধিকার দেব। এই বৃক্ষ
রয়েছে ঈশ্বরের বাগানে।

### স্মুর্ণার মণ্ডলীর কাছে যীশুর পত্র

8"স্মুর্ণার মণ্ডলীর স্বর্গদূতদের কাছে এই কথা লেখ:
"যিনি আদি ও অন্ত, যিনি মরেছিলেন এবং পুনরায়
জীবিত হলেন, তিনি এই কথা বলছেন : 9আমি তোমার
দুঃখভোগ ও দারিদ্র্যের কথা জানি; কিন্তু সত্যি তুমি
ধনবান! তোমাদের নামে লোকে যে সব মন্দ কথা বলে
তা আমি জানি। সেই সব লোক নিজেদের ইহুদী বলে
কিন্তু সত্যিকারের ইহুদী নয় বরং শয়তানের দলের
লোক। 10তোমাকে যে সমস্ত দুঃখভোগ করতে হবে
তাতে ভয় পেও না। আমি তোমাকে বলছি তোমাদের
পরীক্ষা করার জন্য দিয়াবল তোমাদের কাউকে কাউকে
কারাগারে পুরবে। দশ দিন পর্যন্ত তোমাদের কষ্ট হবে।
যদি মরতে হয় তবু আমার প্রতি বিশ্বস্ত থেকো। যদি
তুমি বিশ্বস্ত থাক তাহলে আমি তোমাকে জীবন-মুকুট
দেব। 11"আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কি বলছেন যার শোনার
মত কান আছে সে শুনুক। যে জয়ী হয়, সে দ্বিতীয়
মৃত্যুর দ্বারা আঘাত পাবে না।

### পর্গাম মণ্ডলীর কাছে যীশুর পত্র

12"পর্গাম মণ্ডলীর স্বর্গদূতের কাছে লেখ:
"যাঁর হাতে তীক্ষ্ণ দ্বিধার তরবারি তিনি বলেন:
13আমি জানি তুমি কোথায় বাস করছ। তুমি সেইখানে
বাস করছ, যেখানে শয়তানের সিংহাসন রয়েছে; কিন্তু
আমার প্রতি তুমি বিশ্বস্ত আছ। এমনকি আন্তিপাসের
সময়েও আমার প্রতি তোমার যে বিশ্বাস তা অস্বীকার
করনি। আন্তিপাস আমার এক বিশ্বস্ত সাক্ষী, যে
তোমাদের নগরে নিহত হয়েছিল। তোমাদের নগর
সেইখানে যেখানে শয়তান বাস করে।
14"তবু তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কয়েকটি কথা
বলার আছে। তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোককে তুমি
সহ্য করেছ যারা বিলিয়মের শিক্ষা অনুসারে চলে।
ইস্রায়েলকে কি করে পাপে ফেলা যায় তা বিলিয়ম
শিখিয়েছিল। সেই লোকেরা প্রতিমার সামনে উৎসর্গ
করা খাদ্য খেয়ে ও ব্যভিচার করে পাপ করেছিল। 15হ্যাঁ,
তোমাদের মধ্যেও বেশ কিছু লোক নীকলায়তীয়দের
শিক্ষা অনুসারে চলে। 16তাই বলি, তুমি মন ফিরাও না
হলে আমি শিগ্‌গির তোমার কাছে আসব; আর আমার
মুখের তরবারি দিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব।
17"আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কি বলছেন যার শোনার
মতো কান আছে সে শুনুক।
"যে জীবনে জয়ী হয়, তাকে আমি গুপ্ত মান্নার
অংশ খেতে দেব এবং আমি তাদের প্রত্যেককে একটি
করে সাদা পাথর দেব। সেই পাথরের ওপর এক নতুন
নাম লেখা আছে; যা অন্য কেউ জানতে পারবে না,
কেবল যে তা পাবে সেই জানতে পারবে।"

### থুয়াতীরার মণ্ডলীর কাছে যীশুর পত্র

18"থুয়াতীরাস্থ মণ্ডলীর স্বর্গদূতের কাছে এই কথা
লেখ:
"যিনি ঈশ্বরের পুত্র; যাঁর চোখ আগুনের শিখার
মতো ও যাঁর পা উজ্জ্বল পিতলের মতো, তিনি এই
কথা বলছেন: 19আমি তোমার বিশ্বাস, প্রেম, পরিচর্যা
ও ধৈর্য্যের বিষয় জানি। প্রথমে তুমি যা করেছিলে তার
থেকে এখন যে আরও বেশী কাজ করছ তাও আমি
জানি।
20তবু তোমার বিরুদ্ধে এই আমার অভিযোগ।
ঈষেবল নামে সেই স্ত্রীলোককে তুমি তার ইচ্ছামতো
চলতে দিচ্ছ। সে নিজেকে ভাববাদিনী বলে। সে আমার
লোকদের শিক্ষা দিয়ে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। ঈষেবল
আমার লোকদের ব্যভিচার করতে ও প্রতিমার কাছে
উৎসর্গ করা বলির মাংস খেতে প্রলোভিত করছে।
21আমি তাকে মন ফিরাবার জন্য সময় দিয়েছিলাম;
কিন্তু সে তার ব্যভিচারের জন্য অনুতাপ করতে চায়
না। 22তাই আমি তাকে রোগশয্যায় ফেলব; আর যারা
তার সঙ্গে ব্যভিচার করছে, তারা যদি তার সঙ্গে করা
পাপ কাজের জন্য অনুতাপ না করে তবে তাদেরকেও
মহাকষ্টের মধ্যে ফেলব।
23আমি তার সন্তানদের ওপর মহামারী এনে তাদের
মেরে ফেলব, তাতে সমস্ত মণ্ডলী জানতে পারবে,
আমিই একজন যে সমস্ত লোকের মন ও হৃদয় সকল
জানি। তোমরা প্রত্যেকে যা করেছ তার প্রতিফল আমি
তোমাদের প্রত্যেককে দেব।
24"থুয়াতীরাতে বাকী লোক, তোমরা যারা তার এই
ভুল শিক্ষার অনুসারী হও নি, লোকে যাকে শয়তানের
নিগূঢ়তত্ত্ব বলে, তা যারা শেখো নি, আমি তোমাদের
ওপর অন্য কোন ভার চাপিয়ে দিচ্ছি না। কেবল এইটুকু
বলি 25যা তোমাদের আছে, তা আমি ফিরে না আসা
পর্যন্ত শক্ত করে ধরে থাক।
26"আর যে জয় করে ও শেষ পর্যন্ত আমার ইচ্ছা
অনুসারে চলে তাকে আমি আমার সমস্ত জাতির ওপরে
কর্তৃত্ব করতে অধিকার দেব।

---

**নীকলায়তীয়** নীকলায়তীয় এশিয়া মাইনরের একটি ধর্ম সম্প্রদায়, যারা ভ্রান্ত বিশ্বাস আর ধারণার অনুসারী ছিল। সম্ভবতঃ নীকলায়তীয় নামক কোন ব্যক্তির নামে এই সম্প্রদায়ের নামকরণ করা হয়েছিল।

27'তাতে সে লৌহদণ্ডের দ্বারা তাদের শাসন করবে।
মাটির পাত্র ভাঙ্গার মতো সে তাদের ভেঙ্গে চুরমার
করবে।' *গীতসংহিতা 2:9*

28পিতার কাছ থেকে আমি তেমন ক্ষমতাই পেয়েছি,
আমি তাকে ভোরের তারাও দেব। 29আত্মা
মণ্ডলীগুলিকে কি বলছেন, যার শোনার মত কান আছে
সে শুনুক।

### সার্দির মণ্ডলীর কাছে যীশুর পত্র

3 "সার্দিস্থ মণ্ডলীর স্বর্গদূতের কাছে এই কথা লেখ:
"ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা ও সপ্ত তারা যার আছে তিনি
বলেন : আমি জানি তোমার সব কাজের কথা। লোকেরা
বলে তুমি নাকি জীবন্ত, কিন্তু বাস্তবে তুমি মৃত! 2এখন
জাগো। যেটুকু বাকি বিষয় মৃতকল্প হল তাকে শক্তিশালী
কর ; কারণ তোমার কোন কাজ আমার ঈশ্বরের দৃষ্টিতে
সিদ্ধ বলে দেখিনি। 3তাই যে শিক্ষা তুমি পেয়েছ ও
শুনেছ তা মনে রেখো এবং তার বাধ্য হও। তোমার
মন-ফিরাও! তুমি যদি সচেতন না হও, তবে চোর
যেমন আসে সেইরকম হঠাৎ আমি তোমার কাছে এসে
হাজির হব; কোন সময় যে আমি আসব তা তুমি
জানতেও পারবে না। 4যাইহোক, সার্দিতে তবু এমন
কিছু লোক তোমার দলে আছে যারা তাদের বস্ত্র কলুষিত
করে নি, তারা শুভ্র বস্ত্র পরে আমার সঙ্গে চলাফেরা
করবে, কারণ তারা তার যোগ্য। 5যে জয়ী হয়, সে
ঐরকম শুভ্র পোশাক পরবে; আর আমি কোন মতেই
তার নাম জীবন-পুস্তক থেকে মুছে ফেলব না, আমি
স্বীকার করব যে সে আমার। আমার পিতার সামনে ও
তাঁর স্বর্গদূতদের সামনে আমি একথা বলব। 6আত্মা
মণ্ডলীগুলিকে কি বলছেন যার শোনার মতো কান আছে
সে শুনুক।

### ফিলাদিল্‌ফিয়ার মণ্ডলীর কাছে যীশুর পত্র

7"ফিলাদিল্‌ফিয়াস্থ মণ্ডলীর স্বর্গদূতদের কাছে লেখ:
"যিনি পবিত্র ও যিনি সত্য তিনি তোমায় একথা
বলছেন। তাঁর কাছে দায়ূদের চাবি আছে; তিনি খুললে
কেউ তা বন্ধ করতে পারে না বা বন্ধ করলে কেউ তা
খুলতে পারে না। তিনিই একথা বলছেন: 8আমি তোমার
সব কাজের কথা জানি। শোন, আমি তোমার সামনে
একটি খোলা দরজা রাখছি, এই দরজা কেউ বন্ধ করতে
পারে না। আমি জানি যদিও তুমি দুর্বল, তবু তুমি
আমার শিক্ষা অনুসারে চলেছ, আর তুমি আমার নাম
অস্বীকার করনি। 9শোন! শয়তানের দলের যে লোকেরা
ইহুদী না হয়েও মিথ্যাভাবে নিজেদের ইহুদী বলে
তাদেরকে আমি তোমার পায়ের সামনে নিয়ে এসে
প্রণাম করাব। আমি তাদের জানাবো যে আমি তোমাকে
ভালবেসেছি। 10কারণ ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করবার যে
আদেশ আমি দিয়েছিলাম তা তুমি পালন করেছ। এই
পৃথিবীবাসী লোকদের পরীক্ষার্থে সমস্ত জগতের ওপর
যে মহাকষ্ট ঘনিয়ে আসছে, আমি তোমাকে সেই পরীক্ষার
সময় নিরাপদেই রাখব। পৃথিবীর লোকদের পরীক্ষার
জন্যই এই মহাকষ্ট আসবে।

11"আমি শিগ্‌গির আসছি। তোমার যা আছে তা
ধরে রাখ, যেমন চলছ তেমনি চলতে থাক, যেন কেউ
তোমার বিজয়মুকুট কেড়ে নিতে না পারে। 12যে বিজয়ী
হয় তাকে আমি আমার ঈশ্বরের মন্দিরে স্তম্ভ করব,
আর তাকে কখনও সেই মন্দির থেকে বাইরে যেতে
হবে না। তার ওপর আমি আমরা ঈশ্বরের নাম আর
আমার ঈশ্বরের নগরের নাম লিখব। সেই নগর হল
নতুন জেরুশালেম। সেই নগর ঈশ্বরের কাছ থেকে স্বর্গ
হতে নেমে আসছে। আমার নতুন নামও আমি তার
ওপর লিখে দেব। 13আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কি বলছেন
যার শোনার মত কান আছে সে শুনুক।

### লায়দিকেয়াস্থ মণ্ডলীর কাছে যীশুর পত্র

14"লায়দিকেয়াস্থ মণ্ডলীর স্বর্গদূতের কাছে এই কথা
লেখ:
"যিনি আমেন,* যিনি বিশ্বস্ত ও সত্য সাক্ষী, যিনি
ঈশ্বরের সৃষ্টির উৎস তিনি বলেন : 15আমি জানি তুমি
কি করছ, তুমি না ঠাণ্ডা না গরম; তুমি হয় ঠাণ্ডা নয়
গরম হলেই ভাল হত। 16তোমার অবস্থা ঈষদুষ্ণ, না
ঠাণ্ডা না গরম, তাই আমার মুখ থেকে তোমাকে আমি
থু থু করে ফেলে দেব। 17তুমি বল, "আমি ধনবান,
আমি ধনসঞ্চয় করেছি, আমার কিছুরই অভাব নেই",
কিন্তু জান না যে তুমি দুর্দশাগ্রস্ত, করুণার পাত্র, দরিদ্র,
অন্ধ ও উলঙ্গ। 18আমি তোমাকে এক পরামর্শ দিই,
তুমি আমার কাছ থেকে আগুনে নিখাদ করা খাঁটি
সোনা কেনো, যেন প্রকৃত ধনবান হতে পার। আমি
তোমাকে বলছি আমার কাছ থেকে সাদা পোশাক কেনো,
যেন তোমার লজ্জাজনক উলঙ্গতা ঢাকা পড়ে। আমি
তোমাকে চোখে দেখার জন্য মলম কিনতে বলি, তাহলে
তুমি ঠিক দেখতে পাবে।

19"আমি যত লোককে ভালবাসি তাদের সংশোধন
ও শাসন করি। তাই উদ্যোগী হও ও মন-ফিরাও। 20দেখ,
দরজাতে দাঁড়িয়ে আমি ঘা দিই। কেউ যদি আমার
গলা শুনে দরজা খুলে দেয়, তবে আমি তার ঘরের
ভেতরে যাব ও তার সঙ্গে আহারে বসব, আর সেও
আমার সঙ্গে আহার করবে। 21আমি জয়ী হয়ে যেমন
আমার পিতার সঙ্গে তাঁর সিংহাসনে বসেছি; সেইরূপ
যে জয়ী হয়, তাকেও আমি আমার সাথে আমার
সিংহাসনে বসতে দেব। 22আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কি
বলছেন, যার শোনার মতো কান আছে সে শুনুক।"

### যোহনের স্বর্গীয় দর্শন

4 এরপর আমি একটি দর্শন পেলাম; আর দেখতে
পেলাম আমার সামনে স্বর্গে একটা দরজা খোলা
রয়েছে। এর আগে যে কণ্ঠস্বর আমার সঙ্গে কথা বলেছিল,

---

**আমেন** আমেন শব্দের অর্থ কোন পরম সত্যকে সর্বান্তঃকরণে
সমর্থন করা, কিন্তু এখানে শব্দটিকে যীশুর একটি নাম হিসেবে
ব্যবহার করা হয়েছে।

সেই একই স্বর আর তূরীর আওয়াজ শুনতে পেলাম; তা আমাকে বলছে, "এখানে উঠে এস, এরপর যা কিছু অবশ্যই ঘটবে তা আমি তোমাকে দেখাব।" 2মুহূর্তের মধ্যে আমি আত্মাবিষ্ট হলাম, আমার সামনে স্বর্গে এক সিংহাসন ছিল, সেই সিংহাসনের ওপর একজন বসেছিলেন। 3যিনি সেখানে বসেছিলেন, তাঁর দেহ সূর্যকান্ত ও সার্দীয় মণির মত অত্যুজ্জ্বল। সেই সিংহাসনের চারদিকে পান্নার মতো ঝলমলে মেঘধনুক ছিল। 4সেই সিংহাসনের চারদিকে চব্বিশটি সিংহাসন ছিল। সেইসব সিংহাসনে চব্বিশ জন প্রাচীন* বসেছিলেন, তারা সকলে শুভ্র পোশাক পরেছিলেন; আর তাদের মাথায় সোনার মুকুট ছিল। 5সেই সিংহাসন থেকে বিদ্যুতের ঝলকানি, গুড় গুড় শব্দ ও বজ্রধ্বনি নির্গত হচ্ছিল; আর সেই সিংহাসনের সামনে সাতটি মশাল জ্বলছিল। সাতটি আগুনের মশাল ঈশ্বরের সেই সপ্ত আত্মার প্রতীক; 6আর সেই সিংহাসনের সামনে ছিল কাঁচের মতো সমুদ্র, যা স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ।

সিংহাসনের সামনে এবং সিংহাসনের চারদিকে চারজন প্রাণী ছিল যাদের সামনে ও পেছনে সর্বাঙ্গ চোখে ভরা ছিল। 7প্রথম প্রাণীটি দেখতে সিংহের মতো, দ্বিতীয় প্রাণীটি ষাঁড়ের মতো, তৃতীয় প্রাণীটির মুখ মানুষের মুখের মতো। চতুর্থ প্রাণীটি উড়ন্ত ঈগলের মতো। 8এই চার প্রাণীর প্রত্যেকের ছটি করে পাখা ছিল, সেই প্রাণীগুলির সর্বাঙ্গে ভেতরে ও বাইরে ছিল চোখ, আর তাঁরা দিন-রাত সব সময় বিরত না হয়ে এই কথা বলছিলেন:

"পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, যিনি ছিলেন, যিনি আছেন ও যিনি আসছেন।"

9যিনি সিংহাসনে বসে আছেন সেই জীবন্ত প্রাণীরা তাঁর মহিমা, সম্মান ও ধন্যবাদ কীর্তন করেন। ইনি হলেন সেই চিরজীবি। আর এইরকম ঘটলে প্রত্যেকবার, 10যিনি সিংহাসনে বসে আছেন তাঁর সামনে ঐ চব্বিশজন প্রাচীন ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করেন; আর যিনি চিরজীবি তাঁর উপাসনা করেন আর নিজের নিজের মাথার মুকুট সিংহাসনের সামনে রেখে বলেন:

11"আমাদের প্রভু ও ঈশ্বর! তুমি মহিমা, সম্মান ও পরাক্রম পাবার যোগ্য, কারণ তুমি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছ। তোমার ইচ্ছাতেই সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে ও সব কিছুর অস্তিত্ব আছে।"

5 সিংহাসনে যিনি বসেছিলেন তাঁর ডানহাতে আমি একটি পুস্তক* দেখলাম যার ভেতরে ও বাইরে উভয়দিকে লেখা ও তা সাতটি মোহর দিয়ে সীলমোহর করে বন্ধ করা ছিল। 2আর আমি এক শক্তিমান স্বর্গদূতকে দেখলাম, যিনি চিৎকার করে বলছেন, "এটি খুলতে পারে ও তার সীলমোহরগুলি ভাঙ্গতে পারে কার এমন যোগ্যতা আছে?" 3কিন্তু স্বর্গে, কি পৃথিবীতে, কি পৃথিবীর নীচে কেউ পুস্তকটি না পারল খুলতে, না পারল তার ভেতরে কি আছে তা দেখতে। 4সেই পুস্তকটি খোলবার ও তার ভেতরে দেখবার যোগ্য কাউকে পাওয়া গেল না দেখে আমি অঝোরে কাঁদতে থাকলাম। 5তখন সেই প্রাচীনদের মধ্যে একজন আমাকে বললেন, "তুমি কেঁদো না! দেখ, যিনি যিহূদা বংশের সিংহ, দায়ূদের বংশধর, তিনি বিজয়ী হয়েছেন, তিনি সাতটি সীলমোহর ভাঙ্গার ও পুস্তকটি খোলার যোগ্য হয়েছেন।"

6পরে আমি দেখলাম ঐ সিংহাসনের সামনে চার প্রাণীর সঙ্গে এবং প্রাচীনদের সঙ্গে এক মেষশাবক দাঁড়িয়ে আছেন; সেই মেষশাবককে এমন দেখাচ্ছিল যেন তাকে বধ করা হয়েছে। তাঁর সাতটি শৃঙ্গ ও সাতটি চক্ষু, সেই চক্ষুগুলি হল ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা যাদের পৃথিবীর সর্বত্র পাঠানো হয়েছে। 7এরপর সেই মেষশাবক এসে যিনি সিংহাসনে বসে আছেন তাঁর হাত থেকে সেই পুস্তকটি নিলেন। 8তিনি যখন পুস্তকটি নিলেন, তখন ঐ চারজন প্রাণী ও চব্বিশজন প্রাচীন মেষশাবকের সামনে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করলেন। তাদের প্রত্যেকের কাছে ছিল একটি করে বীণা ও সোনার বাটিতে সুগন্ধি ধূপ, সেই ধূপ হচ্ছে ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের প্রার্থনাস্বরূপ। 9তাঁরা মেষশাবকের জন্য এক নতুন গীত গাইছিলেন:

"তুমি ঐ পুস্তকটি নেবার ও তার সীলমোহর ভাঙ্গার যোগ্য, কারণ তুমি বলি হয়েছিলে; আর তোমার রক্ত দিয়ে সমস্ত উপজাতি, ভাষা, সম্প্রদায় ও জাতির মধ্য থেকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে লোকদের কিনেছ।

10তুমি তাদের নিয়ে এক রাজ্য গড়েছ ও আমাদের ঈশ্বরের যাজক করেছ আর তারা সমস্ত পৃথিবীতে রাজত্ব করবে।"

11পরে আমি তাকালাম, আর সেই সিংহাসন, জীবন্ত প্রাণী ও প্রাচীনদের চারদিকে অনেক স্বর্গদূতের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তারা সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি। 12তারা উদাত্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন:

"সেই মেষশাবক, যিনি হত হয়েছিলেন, তিনিই পরাক্রম, সম্পদ, বিজ্ঞতা, ক্ষমতা, সম্মান, মহিমা ও প্রশংসা পাবার পরম যোগ্য!"

13পরে আমি স্বর্গে, পৃথিবীতে, পৃথিবীর নিচে ও সমুদ্রের মধ্যে সমস্ত প্রাণী এবং আর যা কিছু সেইসব জায়গাতে ছিল তাদের এই বাণী শুনলাম:

"যিনি সিংহাসনে বসে আছেন তাঁর ও মেষশাবকের প্রতি প্রশংসা, সম্মান, মহিমা ও পরাক্রম যুগে যুগে বর্তুক!"

14সেই চারজন প্রাণী তখন বললেন, "আমেন!" এরপর সেই প্রাচীনেরা মাথা নিচু করে প্রণাম ও উপাসনা করলেন।

---

**চব্বিশ জন প্রাচীন** সম্ভবতঃ তারা ইহুদী বারোটি গোষ্ঠীর বারোজন নেতা এবং বারো জন যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত।

**পুস্তক** প্রাচীন যুগে লোকেরা লম্বা গুটানো কাগজের বা চামড়ার পুস্তক লেখার জন্য ব্যবহার করত।

6 মেষশাবক যখন সেই সাতটির মধ্যে প্রথম সীলমোহরটি ভেঙ্গে খুললেন, তখন আমি সেই চারজন প্রাণীর মধ্যে একজনকে দেখলাম ও তার মেঘগর্জনের মতো কণ্ঠস্বর শুনলাম। সে বললো, "এস!" 2এরপর আমি দেখলাম, আমার সামনে একটি সাদা রঙের ঘোড়া। তার ওপর যিনি বসে আছেন তার হাতে একটি ধনুক ছিল। তাকে একটা মুকুট পরিয়ে দেওয়া হলে সে যুদ্ধ জয় করতে বিজেতার মত বের হলো।

3মেষশাবক যখন দ্বিতীয় সীলমোহরটি ভাঙ্গলেন তখন আমি সেই প্রাণীদের মধ্যে দ্বিতীয় জনকে বলতে শুনলাম, "এস!" 4তখন আর একটি আগুনের মত লাল রঙের ঘোড়া বের হয়ে এল। সেই ঘোড়াটির ওপর যে বসে আছে তাকে পৃথিবী থেকে শান্তি কেড়ে নেবার ক্ষমতা দেওয়া হল; আর দেওয়া হল সেই ক্ষমতা, যার বলে মানুষেরা পরস্পরকে বধ করবে। তাকে একটা বড় তরবারি দেওয়া হল।

5মেষশাবক যখন তৃতীয় সীলমোহরটি ভাঙ্গলেন, আমি শুনলাম, সেই প্রাণীদের মধ্যে তৃতীয় জন বললেন, "এস!" পরে আমি দেখলাম, একটা কালো ঘোড়া আমার সামনে দাঁড়িয়ে, তার ওপর যে বসে আছে, তার হাতে একটা দাঁড়িপাল্লা। 6এরপর আমি সেই চারজন প্রাণীর মধ্য থেকে স্বরের মত কোন একটা কিছু শুনতে পেলাম। সেই স্বর বলছে, "এক সের গম একজন মজুরের দৈনিক মজুরীর সমান; আর তিন সের যব, একজন মজুরের দৈনিক মজুরীর সমান। অলিভ তেল ও দ্রাক্ষারস নষ্ট কোর না।"

7মেষশাবক যখন চতুর্থ সীলমোহরটি ভাঙ্গলেন, তখন আমি সেই প্রাণীদের মধ্যে চতুর্থ জনকে বলতে শুনলাম, "এস!" 8পরে আমি দেখলাম, একটা পাণ্ডুবর্ণ ঘোড়া আমার সামনে, তার ওপর যে বসে আছে তার নাম "মৃত্যু"; আর পাতাল তার ঠিক পেছনেই আছে। তাকে পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ লোকের ওপরে কর্তৃত্ব করবার ক্ষমতা দেওয়া হল, যেন সে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও হিংস্র পশুদের দিয়ে সকলকে বধ করতে পারে।

9তিনি যখন পঞ্চম সীলমোহরটি ভাঙ্গলেন, তখন আমি যজ্ঞবেদীর নীচে সেইসব আত্মাকে দেখলাম যাদের হত্যা করা হয়েছিল, কারণ তাঁরা ঈশ্বরের বার্তা বিশ্বস্তভাবে প্রচার করেছিলেন এবং তাঁদের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। 10তাঁরা উচ্চকণ্ঠে বললেন, "পবিত্র ও সত্য প্রভু, যারা আমাদের হত্যা করেছে, পৃথিবীর সেই সমস্ত লোকদের বিচার করতে ও শাস্তি দিতে তুমি আর কতো দেরী করবে?" 11তাঁদের প্রত্যেককে শুভ্র রাজ পোশাক দেওয়া হল এবং আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে বলা হল, কারণ তাঁদের কিছু সহসেবক ভাই ও বোন তখনও ছিলেন যারা তাঁদের মত নিহত হবেন। এই সমস্ত নিধন শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের অপেক্ষা করতে বলা হল।

12পরে আমি যা দেখলাম, তিনি ষষ্ঠ সীলমোহরটি ভাঙ্গলেন। তখন ভীষণ ভূমিকম্প হল। সূর্য কালো শোকবস্ত্রের মত হয়ে গেল; চাঁদ রক্তের মতো লাল হয়ে গেল। 13প্রবল বাতাসে নড়ে গাছ থেকে কাঁচা ডুমুর পড়ে যায়, তেমনি আকাশ থেকে নক্ষত্ররা পৃথিবীতে খসে পড়তে লাগল। 14গোটানো পুস্তকের মতো আকাশমণ্ডল অদৃশ্য হল। সমস্ত পাহাড় ও দ্বীপকে ঠেলে নিজের জায়গা থেকে সরিয়ে দেওয়া হল।

15পৃথিবীর রাজাগণ, সমস্ত অধিপতি, সেনাবাহিনীর অধিনায়করা, ধনবানেরা, শক্তিশালী লোকেরা ও পৃথিবীর সব স্বাধীন লোক এবং সমস্ত দাস গুহার মধ্যে ও পাহাড়গুলির পাথরের মধ্যে নিজেদের লুকালো। 16তারা পর্বত এবং পাহাড়গুলোকে বলতে লাগল, "আমাদের ওপরে চেপে পড় এবং যিনি সিংহাসনে বসে আছেন তাঁর কাছ থেকে এবং মেষশাবকের ক্রোধের হাত থেকে আমাদের লুকাও; 17কারণ তাদের ক্রোধের মহাদিন এসে পড়ল। কার সাধ্য আছে তার সামনে দাঁড়াবার।"

### ইস্রায়েলের ১৪৪,০০০ লোক

7 এরপর আমি দেখলাম, পৃথিবীর চার কোণে চারজন স্বর্গদূত দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা পৃথিবীর চারটি বায়ুপ্রবাহকে আটকে রেখেছেন, যেন পৃথিবীর বা সমুদ্রের বা গাছের ওপর দিয়ে বাতাস না বয়। 2এরপর আমি আর এক স্বর্গদূতকে পূর্বদিক থেকে উঠে আসতে দেখলাম। তাঁর হাতে ছিল জীবন্ত ঈশ্বরের সীলমোহর। ঈশ্বর যে চারজন স্বর্গদূতকে পৃথিবী ও সমুদ্রে আঘাত করবার ক্ষমতা দিয়েছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি চিৎকার করে বললেন। 3"দাঁড়াও, আমরা যতক্ষণ না আমাদের ঈশ্বরের দাসদের কপালে মোহর দ্বারা চিহ্ন না দিই, সে পর্যন্ত তোমরা পৃথিবী, সমুদ্র বা গাছের কোন ক্ষতি কোর না।" 4এরপর আমি শুনলাম কত লোকের কপালে চিহ্ন দেওয়া হল। মোট একলক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার লোক। তারা ছিল সমস্ত ইস্রায়েল গোষ্ঠীর ও জাতির।

| | | |
|---|---|---|
| 5 | যিহূদা গোষ্ঠীর | 12,000 |
| | রূবেণ গোষ্ঠীর | 12,000 |
| | গাদ গোষ্ঠীর | 12,000 |
| 6 | আশের গোষ্ঠীর | 12,000 |
| | নপ্তালি গোষ্ঠীর | 12,000 |
| | মনঃশি গোষ্ঠীর | 12,000 |
| 7 | শিমিয়োন গোষ্ঠীর | 12,000 |
| | লেবি গোষ্ঠীর | 12,000 |
| | ইষাখর গোষ্ঠীর | 12,000 |
| 8 | সবূলূন গোষ্ঠীর | 12,000 |
| | যোষেফ গোষ্ঠীর | 12,000 |
| | বিন্যামীন গোষ্ঠীর | 12,000 |

### বিশাল জনতা

9এরপর আমি দেখলাম প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক বংশের এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীর ও ভাষার অগণিত লোক সেই সিংহাসন ও মেষশাবকের সামনে এসে তারা দাঁড়িয়েছে। তাদের পরণে শুভ্র পোশাক এবং হাতে খেজুর পাতা। 10তারা সকলে চিৎকার করে বলছে,

"যিনি সিংহাসনে বসে আছেন, এই জয় সেই ঈশ্বরের ও মেষশাবকের দান।" 11সমস্ত স্বর্গদূত সিংহাসনের প্রাচীনদের ও চারজন প্রাণীর চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁরা সিংহাসনের সামনে মাথা নিচু করে প্রণাম করলেন ও ঈশ্বরের উপাসনা করতে থাকলেন। 12তাঁরা বললেন, "আমেন! প্রশংসা, মহিমা, প্রজ্ঞা, ধন্যবাদ, সম্মান, পরাক্রম ও ক্ষমতা যুগপর্যায়ের যুগে যুগে আমাদের ঈশ্বরেরই হোক্। আমেন!"

13এরপর সেই প্রাচীনদের মধ্যে একজন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "শুভ্র পোশাক পরা এই লোকেরা কে, আর এরা সব কোথা থেকে এসেছে?"

14আমি তাঁকে বললাম, "মহাশয়, আপনি জানেন।"

তিনি আমায় বললেন, "এরা সেই লোক যারা মহানির্যাতনের ভেতর দিয়ে এসেছে; আর মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধুয়ে শুচীশুভ্র করেছে। 15এই কারণেই এরা ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে; আর দিন রাত তাঁর মন্দিরে তাঁর উপাসনা করে চলেছে। যিনি সিংহাসনে বসে আছেন, তিনি এদের রক্ষা করবেন। 16এরা আর কখনও ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত হবে না, এদের গায়ে রোদ বা তার প্রখর তাপও লাগবে না। 17কারণ সিংহাসনের ঠিক সামনে যে মেষশাবক আছেন তিনি এদের মেষপালক হবেন, তাদের জীবন জলের প্রস্রবণের কাছে নিয়ে যাবেন আর ঈশ্বর এদের সমস্ত চোখের জল মুছিয়ে দেবেন।"

### সপ্তম সীলমোহর

8 তারপর মেষশাবক সপ্তম সীলমোহরটি ভাঙ্গলেন। তখন স্বর্গে প্রায় আধ ঘণ্টার মতো সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। 2তারপর আমি দেখলাম, ঈশ্বরের সামনে যে সাতজন স্বর্গদূত দাঁড়িয়ে থাকেন তাদের হাতে সাতটি তূরী দেওয়া হল। 3পরে আর এক স্বর্গদূত এসে যজ্ঞবেদীর কাছে দাঁড়ালেন; তার হাতে সোনার ধুনুচি। তাকে প্রচুর ধূপ দেওয়া হল, যাতে তিনি তা স্বর্ণ সিংহাসনের সামনে ঈশ্বরের সমস্ত পবিত্র লোকের প্রার্থনার সঙ্গে নিবেদন করতে পারেন। 4ফলে ঈশ্বরের লোকদের প্রার্থনার সঙ্গে স্বর্গদূতের হাত থেকে সেই ধূপের ধোঁয়া ঈশ্বরের সামনে উঠল। 5পরে ঐ স্বর্গদূত ধুনুচি নিয়ে যজ্ঞবেদীর আগুন তাতে ভরে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করলেন। এর ফলে মেঘ গর্জন, উচ্চরব, বিদ্যুৎ চমক ও ভূমিকম্প হল।

### সাত স্বর্গদূতের তূরীধ্বনি

6তখন সেই সাতজন স্বর্গদূত তাদের সাতটি তূরী বাজাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

7প্রথম স্বর্গদূত তূরী বাজালেন, তাতে রক্ত মেশানো শিলা ও আগুন পৃথিবীর ওপর বর্ষাল, তাতে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশে আগুন ধরে গেল, ফলে এক-তৃতীয়াংশ গাছপালা ও সমস্ত সবুজ ঘাস পুড়ে গেল।

8দ্বিতীয় স্বর্গদূত তূরী বাজালেন; আর দেখা গেল যেন বিরাট এক জ্বলন্ত পাহাড় সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলা হল; 9তাতে সমুদ্রের এক-তৃতীয়াংশ জল রক্তাক্ত হয়ে গেল ও সামুদ্রিক জীবের এক-তৃতীয়াংশ মারা পড়ল; আর সমুদ্রগামী সমস্ত জাহাজের এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংস হয়ে গেল।

10পরে তৃতীয় স্বর্গদূত তূরী বাজালেন, তখন আকাশ থেকে জ্বলন্ত মশালের মতো এক বিরাট নক্ষত্র পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ নদী ও জলের উৎসের ওপর খসে পড়ল। 11সেই নক্ষত্রের নাম নাগদানা* কারণ তা পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ জল তিক্ত করে দিল। এভাবে জল তেতো হওয়ার কারণে অনেক লোক মারা পড়ল।

12এরপর চতুর্থ স্বর্গদূত তূরী বাজালেন আর সূর্যের এক-তৃতীয়াংশ, চন্দ্রের এক-তৃতীয়াংশ এবং সমস্ত নক্ষত্রের এক-তৃতীয়াংশ এমনভাবে ঘা খেল যে তাদের এক-তৃতীয়াংশ অন্ধকার হয়ে গেল। সেইভাবে দিনেরও এক-তৃতীয়াংশ আলোবিহীন হল, আর রাত্রির অবস্থাও একই রকম হল।

13এইসব কিছু দেখতে দেখতে হঠাৎ আমি শুনতে পেলাম আকাশের উঁচু দিয়ে একটা ঈগল পাখি উড়ে যেতে যেতে চিৎকার করে এই কথা বলছে, "সন্তাপ! সন্তাপ! পৃথিবীবাসীদের সন্তাপ! কারণ বাকী তিনজন স্বর্গদূত যখন তূরী বাজাবে তখন সেই সন্তাপ শুরু হবে।"

9 পরে পঞ্চম স্বর্গদূত তূরী বাজালেন, আর আমি দেখলাম স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে একটা তারা খসে পড়ল; আর তারাটাকে অতল কূপ খোলার চাবি দেওয়া হল। 2নক্ষত্রটি অগাধ লোকের কূপটি খুলল। তৎক্ষণাৎ ঐ কূপ থেকে বিরাট অগ্নিকুণ্ডের মধ্য থেকে যেমন ধোঁয়া বের হয় তেমনি ধোঁয়া বের হল। এই ধোঁয়ার জন্য সূর্য ও বায়ুমণ্ডল অন্ধকার হয়ে গেল। 3পরে সেই ধোঁয়া থেকে পঙ্গপালের ঝাঁক বের হয়ে পৃথিবীতে এল; আর পৃথিবীর কাঁকড়া বিছের মধ্যে যে ক্ষমতা থাকে তাদের তা দেওয়া হল। 4পঙ্গপালদের বলা হল যেন তারা ঘাস, চারাগাছ বা পৃথিবীর গাছপালার কোন ক্ষতি না করে, কেবল তাদেরই ক্ষতি করে যাদের কপালে ঈশ্বরের চিহ্ন নেই।

5ঐ লোকেদের মেরে ফেলতে তাদের অনুমতি দেওয়া হল না, কেবল পাঁচ মাস পর্যন্ত তাদের যন্ত্রণা দেবার অনুমতি দেওয়া হল। তাদের যন্ত্রণা কাঁকড়াবিছে কামড়ালে মানুষের যেমন যন্ত্রণা হয় তেমনি হবে। 6তখন মানুষ মরতে চাইলেও মরতে পারবে না। তারা মৃত্যুর আকাঙ্খা করবে; কিন্তু মৃত্যু তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে।

7সেই পঙ্গপালদের দেখতে যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ঘোড়ার মতো। তাদের মাথায় সোনার মুকুটের মতো মুকুট ছিল। তাদের মুখমণ্ডল যেন মানুষের মুখগুলির মতো। 8স্ত্রীলোকের চুলের মতো তাদের মাথার চুল, আর তাদের দাঁত সিংহের দাঁতের মতো। 9বুকে তাদের বর্ম পরা, তা লোহার বর্মের মতো; আর বহু ঘোড়ায়

---

**নাগদানা** এক জাতীয় তিক্ত গাছ; এখানে দুঃখের তিক্ততা বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

টানা যুদ্ধের রথ ছুটলে যেমন আওয়াজ হয় তেমনি তাদের ডানার শব্দ। 10তাদের হুলযুক্ত লেজ ছিল কাঁকড়া বিছের মতো। পাঁচ মাস পর্যন্ত তারা মানুষের যে ক্ষতি করবে তার ক্ষমতা ঐ লেজের মধ্যে আছে। 11ঐ পঙ্গপালের রাজা হচ্ছে অগাধ লোকের স্বর্গদূত। ইব্রীয় ভাষায় তার নাম 'আবদ্দোন',* গ্রীক ভাষায় 'আপল্লুয়োন', যার অর্থ বিনাশকারী।

12প্রথম সন্তাপ কাটল, দেখ, এরপর আরও দুটি সন্তাপ আসছে।

13পরে ষষ্ঠ স্বর্গদূত তূরী বাজালে আমি ঈশ্বরের সামনে সোনার যজ্ঞবেদীর যে চারটি শিং এর মধ্য থেকে এক বাণী শুনতে পেলাম, 14সেই কণ্ঠস্বর ষষ্ঠ তূরীধারী স্বর্গদূতকে বললেন, "ইউফ্রেটিস মহানদীর কাছে যে চারজন স্বর্গদূত হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আছেন তাদের মুক্ত কর।" 15তখন পৃথিবীর মানুষের এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংস করার জন্য যে চারজন স্বর্গদূতকে সেই বিশেষ মুহূর্ত, দিন, মাস ও বছরের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছিল তাদের মুক্ত করা হল। 16তাদের দলে ছিল বিশ কোটি অশ্বারোহী সৈন্য। আমি তাদের সেই সংখ্যা গুনলাম।

17আমি এক দর্শনের মাধ্যমে সেই ঘোড়াগুলিকে ও তাদের ওপর যারা বসেছিল তাদেরকে এইরকম দেখলাম। তাদের বর্ম ছিল আগুনের মতো লাল, ঘন নীল ও গন্ধকের মতো হলদে রঙের। ঘোড়াগুলির মাথা সিংহের মতো 18তাদের মুখ থেকে তিন আঘাত: আগুন, ধোঁয়া ও গন্ধক বের হচ্ছিল, তার দ্বারা পৃথিবীর মানুষের এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা পড়ল। 19সেই ঘোড়াগুলির আঘাত করার শক্তি তাদের মুখে ও লেজে ছিল। তাদের লেজ সাপের মতো মাথাওয়ালা, তার দ্বারা তারা ক্ষতি করতে পারত। 20এই সব আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও যারা মরল না বাকি সেই লোকেরা নিজেরা নিজের হাতে গড়া বস্তুর থেকে মন-ফিরালো না। তারা ভূতপ্রেত ও সোনা, রূপা, পিতল, পাথর ও কাঠের তৈরী মূর্ত্তি পূজা করা থেকে বিরত হ'ল না— সেইসব মূর্ত্তি, যারা না দেখতে পায়, না শুনতে বা কথা বলতে পারে। 21তারা নরহত্যা, মোহিনীবিদ্যা, ব্যভিচার এবং চুরির জন্য অনুতপ্ত হল না।

### স্বর্গদূত এবং একটি ছোট গুটানো পুস্তক

10 পরে আমি একজন শক্তিশালী স্বর্গদূতকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখলাম। তিনি একখণ্ড মেঘকে পোশাকের মতো পরেছিলেন, আর তাঁর মাথার চারদিকে মেঘধনুক ছিল। তাঁর মুখ সূর্যের মতো, আর পা আগুনের থামের মতো। 2তাঁর হাতে ছিল একটি খোলা পুস্তক। তিনি তাঁর ডান পা'টি সমুদ্রের ওপরে আর বাঁ পা'টি স্থলে রাখলেন; 3আর সিংহ গর্জনের মতো হুঙ্কার ছাড়লেন। স্বর্গদূতের গর্জনের পর সপ্ত বজ্রধ্বনি হুঙ্কার করে উঠল। 4যখন সপ্ত বজ্রধ্বনি কথা বলল তখন আমি তা লিখতে চাইলাম; কিন্তু স্বর্গ থেকে এক স্বর বলল, "তুমি লিখো না। বজ্র যা বলছে তা গোপন রাখ।"

5পরে সেই স্বর্গদূত যাকে আমি সমুদ্রের ওপরে এবং স্থলের ওপরে পা রেখে দাঁড়াতে দেখেছিলাম, স্বর্গের দিকে তাঁর ডান হাতটি ওঠালেন; 6আর যিনি যুগে যুগে জীবন্ত, যিনি আকাশ, পৃথিবী ও সমুদ্র ও এই সবের মধ্যে যা কিছু আছে তার সৃষ্টিকর্তা, তাঁর নামে এই শপথ করে বললেন, "আর দেরী হবে না! 7যখন সপ্তম স্বর্গদূতের তূরী বাজানোর সময় আসবে তখন ঈশ্বরের সেই নিগূঢ় পরিকল্পনা পরিপূর্ণ হবে। এ সেই সুসমাচারের পরিকল্পনা যা ঈশ্বর তাঁর ভাববাদী ও দাসদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন।"

8এরপর স্বর্গ থেকে সেই রব আমি আবার শুনতে পেলাম। সেই রব আমাকে বলল, "যাও, স্বর্গদূতের হাত থেকে খোলা পুস্তকটি নাও।" এই সেই স্বর্গদূত যিনি সমুদ্র ও স্থলের ওপর পা রেখে দাঁড়িয়েছিলেন।"

9তখন আমি সেই স্বর্গদূতের কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম, ঐ ছোট্ট পুস্তকখানি আমায় দিন। তিনি আমায় বললেন, "নাও, খেয়ে ফেল। এটা তোমার পেটে গিয়ে তিক্ত হবে; কিন্তু মুখে মধুর মতো মিষ্টি লাগবে।" 10তখন আমি স্বর্গদূতের হাত থেকে সেটি নিয়ে খেয়ে ফেললাম, তা মুখে মধুর মতো মিষ্টি লাগল; কিন্তু খাওয়ার পর আমার পাকস্থলী তিক্ততায় ভরে গেল। 11তিনি আমাকে বললেন, "অনেক লোক, জাতি, ভাষা এবং রাজাদের সম্বন্ধে তোমাকে আবার ভাববাণী করতে হবে।"

### দুই সাক্ষী

11 এরপর আমাকে বেড়ানোর লাঠির মতো একটি মাপকাঠি দেওয়া হল। একজন বললেন, "ওঠ, ঈশ্বরের মন্দির ও যজ্ঞবেদীর পরিমাপ কর আর তার মধ্যে যারা উপাসনা করছে তাদের সংখ্যা গণনা কর। 2কিন্তু মন্দিরের বাইরের প্রাঙ্গণের কোন মাপ নিও না, কারণ তা অইহুদীদের দেওয়া হয়েছে। বিয়াল্লিশ মাস ধরে তারা সেই পবিত্র নগরটি পায়ে দলবে। 3আমি আমার দু'জন সাক্ষীকে ক্ষমতা দেব, তাঁরা বারশো ষাট দিন পর্যন্ত ভাববাণী বলবেন।" 4সেই দু'জন সাক্ষী হলেন দু'টি জলপাই গাছ ও দুটি দীপাধার, যারা পৃথিবীর প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। 5যদি কেউ তাদের ক্ষতি করতে চায়, তবে ঐ সাক্ষীদের মুখ থেকে আগুন বেরিয়ে এসে তাঁদের শত্রুদের গ্রাস করবে, যে কেউ তাঁদের ক্ষতি করতে চাইবে তাদেরও এইভাবে মরতে হবে। 6আকাশ রুদ্ধ করে দেবার ক্ষমতা তাঁদের আছে, যেন ভাববাণী বলার সময় বৃষ্টি না হয়; আর জল রক্তে পরিণত করবার ও পৃথিবীর বুকে সব রকমের মহামারী যতবার ইচ্ছা ততবার পাঠাবার ক্ষমতা তাঁদের আছে।

7তাঁদের সাক্ষ্যদান শেষ হলে, যে পশু পাতালের অতলস্পর্শী কূপ থেকে উঠে আসবে সে তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, আর যুদ্ধে তাদের হারিয়ে দিয়ে হত্যা করবে। 8তাদের মৃত দেহগুলি সেই মহানগরের রাস্তার

---

**আবদ্দোন** ইব্রীয় ভাষায় বিনাশের জায়গা।

ওপরে পড়ে থাকবে, এ সেই নগর যাকে আত্মিক অর্থে সদোম ও মিশর বলে; আর এই নগরেই তাঁদের প্রভু ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন। 9লোকেরা তাঁদের কবর দিতে অনুমতি দেবে না। সমস্ত উপজাতি, সম্প্রদায়, ভাষাভাষী ও জাতির লোকেরা জড়ো হয়ে সাড়ে তিন দিন ধরে তাদের শব দেখতে থাকবে। 10পৃথিবীর লোকেরা আনন্দিত হবে, কারণ ঐ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। তারা আমোদ-প্রমোদ করবে, পরস্পরকে উপহার পাঠাবে, কারণ এই দুজন ভাববাদী পৃথিবীর লোকেদের অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন।

11এরপর সেই সাড়ে তিন দিন শেষ হলে ঈশ্বরের কাছ থেকে জীবনের আত্মা তাঁদের মধ্যে প্রবেশ করল, আর তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন। যারা তাদের দেখল তাদের মধ্যে প্রচণ্ড ভয়ের সঞ্চার হল। 12সেই দু'জন ভাববাদী স্বর্গ থেকে এক রব শুনলেন, "এখানে উঠে এস!" তখন তাঁরা মেঘের মধ্য দিয়ে স্বর্গে উঠে গেলেন; আর তাঁদের শত্রুরা তাদেরকে যেতে দেখল।

13সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হল, তার ফলে শহরের দশভাগের একভাগ ধ্বংস হয়ে গেল, এবং সাত হাজার লোক মারা পড়ল। যারা বাকি রইল তারা সকলে প্রচণ্ড ভয় পেল ও স্বর্গের ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করল। 14দ্বিতীয় সন্তাপ কাটল, দেখ, তৃতীয় সন্তাপ শিগ্‌গির আসছে।

### সপ্তম তূরী ধ্বনি

15এরপর সপ্তম স্বর্গদূত তূরী বাজালেন, তখন স্বর্গে কারা যেন উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠল:

"জগতের উপর শাসন করবার ভার এখন
আমাদের প্রভুর ও তাঁর খ্রীষ্টের হল; আর তিনি
যুগপর্যায়ে যুগে যুগে রাজত্ব করবেন।"

16পরে সেই চব্বিশ জন প্রাচীন, যারা ঈশ্বরের সামনে নিজেদের সিংহাসনে বসে থাকেন, তাঁরা উপুড় হয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করলেন। 17তাঁরা বললেন:

"প্রভু ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান যিনি আছেন ও ছিলেন।
আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই; কারণ তুমি নিজ
পরাক্রম ব্যবহার করেছ এবং রাজত্ব করতে শুরু
করেছ।
18জগতের জাতিবৃন্দ তোমার ওপর ক্রুদ্ধ ছিল;
কিন্তু এখন তোমার ক্রোধ তাদের উপর উপস্থিত হল।
মৃত লোকদের বিচারের সময় হয়েছে; আর তোমার
ভাববাদী, যারা তোমার দাস, যারা তোমার লোক, ক্ষুদ্র
এবং গুরুত্বপূর্ণ সব লোক যারা তোমাকে শ্রদ্ধা করেন,
তাদেরকে পুরস্কার দেওয়ার সময় হয়েছে। যারা
পৃথিবীকে ধ্বংস করছে তাদের ধ্বংস করবার সময়
হয়েছে!"

19পরে স্বর্গে ঈশ্বরের মন্দিরের দরজা উন্মুক্ত হলে মন্দিরের মধ্যে তাঁর চুক্তির সিন্দুকটি দেখা গেল, বিদ্যুত চমকালো, গুড় গুড় শব্দ, বজ্রপাত, ভূমিকম্প ও প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হল।

### একটি স্ত্রীলোক এবং বিশাল নাগ

12 তারপর স্বর্গে এক মহৎ ও বিস্ময়কর সঙ্কেত দেখা গেল। একটি স্ত্রীলোককে দেখা গেল, সূর্য যার বসন, যার পায়ের নীচে ছিল চাঁদ, আর বারোটি নক্ষত্রের এক মুকুট তার মাথায়। 2স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী, প্রসব বেদনায় সে চিৎকার করছিল। 3এরপর স্বর্গে আর এক নিদর্শন দেখা দিল, এক প্রকাণ্ড নাগ দেখা গেল, যার রঙ ছিল লাল, তার সাতটি মাথা, দশটি শিং, আর সাতটি মাথায় সাতটি মুকুট। 4সে তার লেজ দিয়ে আকাশের এক-তৃতীয়াংশ নক্ষত্র টেনে নামিয়ে এনে পৃথিবীর ওপর ফেলল। যে স্ত্রীলোকটি সন্তান প্রসব করার অপেক্ষায় ছিল, সেই নাগটি তার সামনে দাঁড়াল, যেন স্ত্রীলোকটি সন্তান প্রসব করার সঙ্গে সঙ্গে সে তার সন্তানকে গ্রাস করতে পারে। 5স্ত্রীলোকটি এক পুত্র সন্তান প্রসব করল, যিনি লৌহ দণ্ড দিয়ে সমস্ত জাতিকে শাসন করবেন। তার সন্তানকে ঈশ্বরের সিংহাসনের কাছে নিয়ে যাওয়া হল; 6আর সেই স্ত্রীলোকটি প্রান্তরে পালিয়ে গেল, সেখানে ঈশ্বর তার জন্য একটি স্থান প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, সেখানে সে বারশো ষাট দিন পর্যন্ত প্রতিপালিতা হবে।

7এরপর স্বর্গে এক যুদ্ধ বেধে গেল। মীখায়েল ও তার অধীনে অন্যান্য স্বর্গদূতরা সেই নাগের সঙ্গে যুদ্ধ করল। সেই নাগও তার অপদূতদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল; 8কিন্তু সাপ যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না, তাই তারা স্বর্গের স্থান হারালো। 9সেই বিরাট নাগকে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলা হল। এই বিরাট নাগ হল সেই পুরানো নাগ যাকে দিয়াবল বা শয়তান বলা হয়, সে সমগ্র জগতকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যায়। সেই নাগ ও তার সঙ্গী অপদূতদের পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলা হল। 10তখন আমি স্বর্গে এক উচ্চস্বর শুনতে পেলাম, "এখন আমাদের ঈশ্বরের জয়, পরাক্রম, রাজত্ব, ধ্বনি ও তাঁর খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব এসে পড়েছে। এসবই সম্ভব হয়েছে কারণ আমাদের ভাইদের বিরুদ্ধে যে দোষারোপকারী, তাকে নীচে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সে দিন রাত আমাদের ঈশ্বরের সামনে তাদের নামে দোষারোপ করত।

11তারা মেষশাবকের রক্তে ও নিজের নিজের সাক্ষ্য দ্বারা সেই নাগকে পরাস্ত করেছে। তারা নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে খ্রীষ্টের জন্য মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত ছিল। 12তাই স্বর্গ এবং সেখানে বসবাসকারী তোমরা সকলে আনন্দ কর! কিন্তু পৃথিবী ও সমুদ্রের কি দুর্দশাই না হবে, কারণ দিয়াবল তোমাদের কাছে নেমে এসেছে। সে রাগে ফুঁসছে, কারণ সে জানে যে তার আর বেশী সময় বাকী নেই।"

13পরে ঐ নাগ যখন দেখল যে পৃথিবীতে তাকে ছুঁড়ে ফেলা হল, তখন যে স্ত্রীলোকটি পুত্র প্রসব করেছিল, সেই স্ত্রীলোকটির পেছনে সে তাড়া করতে ছুটল। 14কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটিকে খুব বড় ঈগলের দুটি ডানা দেওয়া হল, যেন যে প্রান্তর তার জন্য নির্দিষ্ট সেই স্থানে সে উড়ে যেতে পারে; যেখানে সে ঐ নাগের দৃষ্টি থেকে

দূরে সাড়ে তিন বছর পর্যন্ত নিরাপদে প্রতিপালিতা হবে।

15তখন সেই নাগ স্ত্রীলোকটিকে লক্ষ্য করে তার মুখ থেকে নদীর জলের মতো জলপ্রবাহ বের করল। সেই জল বন্যার মতো ধেয়ে এল যেন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। 16কিন্তু পৃথিবী সেই স্ত্রীলোকটিকে সাহায্য করল; পৃথিবী তার মুখ খুলে নাগের মুখ থেকে নির্গত জল টেনে নিল। 17তখন সেই নাগ স্ত্রীলোকের ওপর রেগে গিয়ে ঈশ্বরের আদেশ পালনকারী ও যীশুর সত্য শিক্ষা সকল ধারণকারী তাঁর বাকি সব সন্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেল;

18আর সেই নাগ সমুদ্রের তীরে বালুকার ওপর গিয়ে দাঁড়াল।

### দু'টি পশু

13 এরপর আমি দেখলাম সমুদ্রের মধ্য থেকে একটা পশু উঠে আসছে, তার দশটা শিং ও সাতটা মাথা; আর তার সেই দশটা শিং-এর প্রত্যেকটাতে মুকুট পরানো আছে। তার প্রতিটি মাথার ওপর ঈশ্বরের নিন্দাসূচক বিভিন্ন নাম। 2যে পশুটিকে আমি দেখলাম, তাকে দেখতে একটা চিতা বাঘের মতো। তার পা ভাল্লুকের মতো, তার মুখটা সিংহের মুখের মতো। সমুদ্র তীরের সেই নাগ তার নিজের ক্ষমতা, তার নিজের সিংহাসন ও মহাকর্তৃত্ব এই পশুকে দিল। 3আমি লক্ষ্য করলাম যে তার একটি মাথায় যেন এক মৃত্যুজনক ক্ষত রয়েছে; কিন্তু সেই মৃত্যুজনক ক্ষতটিকে সারিয়ে তোলা হল। এই দেখে সমস্ত জগতের লোক আশ্চর্য হয়ে গেল; আর তারা সেই পশুর অনুসরণ করল। 4ঐ পশুকে এমন ক্ষমতা দেবার জন্য লোকেরা সেই নাগের আরাধনা করতে লাগল। তারা সেই পশুরও আরাধনা করে বলল, "এই পশুর মতো আর কে আছে, কেই বা এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম?"

5গর্ব করার ও ঈশ্বর নিন্দা করার জন্য সেই পশুটিকে অনুমতি দেওয়া হল। বিয়াল্লিশ মাস ধরে এই কাজ করার ক্ষমতা তাকে দেওয়া হল। 6তাতে সে ঈশ্বরের অপমান করতে শুরু করল, ঈশ্বরের নামের, তাঁর বাসস্থানের আর স্বর্গবাসী সকলের নিন্দা করতে লাগল। 7ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ও তাদের পরাস্ত করবার ক্ষমতা তাকে দেওয়া হল; আর জগতের সমস্ত বংশ, লোকসমাজ, ভাষা ও জাতির ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতাও তাকে দেওয়া হল। 8পৃথিবীর সমস্ত মানুষ, যাদের নাম জগত সৃষ্টির আগে থেকে সেই উৎসর্গীকৃত মেষশাবকের জীবন-পুস্তকে লেখা হয়নি, তারা সকলে ঐ পশুর ভজনা করবে। এই সেই মেষশাবক যিনি হত হয়েছিলেন।

9যার কান আছে সে শুনুক :

10বন্দী হবার জন্য যে নিরুপিত তাকে বন্দী হতে হবে, যদি তরবারির আঘাতে হত হওয়া কারও জন্য নির্ধারিত থাকে তবে তাকে তরবারির আঘাতে হত হতে হবে।

এর অর্থ ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের ধৈর্য্য ও বিশ্বাস অবশ্যই থাকবে।

11এরপর আমি পৃথিবীর মধ্য থেকে আর একটি পশুকে উঠে আসতে দেখলাম, মেষশাবকের মতো তার দুটি শিং ছিল, কিন্তু সে নাগের মত কথা বলত। 12সে ঐ প্রথম পশুটির সমস্ত কর্তৃত্ব প্রথম পশুর উপস্থিতিতে প্রয়োগ করল এবং সেই শক্তি বলে বিশ্বের সকল লোককে প্রথম পশুটির আরাধনা করতে বাধ্য করল, যার মাথার ক্ষত সেরে গিয়েছিল। 13দ্বিতীয় পশুটি মহাঅলৌকিক সব কাজ করতে লাগল, এমন কি সকলের চোখের সামনে আকাশ থেকে পৃথিবীতে আগুন নামাল। 14এইভাবে সে প্রথম পশুর সেবার্থে তাকে প্রদত্ত শক্তির বলে অলৌকিক কাজ করে পৃথিবীবাসীদের ঠকাল। সে পৃথিবীর লোকদের বলল, যে পশু তরবারির আঘাতে আহত হয়েও বেঁচে উঠেছে, তার সম্মানার্থে এক মূর্তি গড়।

15একে এমন ক্ষমতা দেওয়া হল যাতে সে প্রথম পশুর প্রতিমার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করতে পারে, যেন সেই প্রতিমা কথা বলতে পারে ও যে সেই পশুর প্রতিমার আরাধনা না করে তাকে হত্যা করার আদেশ দেয়। 16এই পশু কি ক্ষুদ্র, কি মহান, ধনী ও দরিদ্র, স্বাধীন ও ক্রীতদাস, সকলকে তাদের ডানহাতে অথবা কপালে এক বিশেষ চিহ্নের ছাপ নিতে বাধ্য করাল। 17যাদের পশুর নামের ছাপ বা সংখ্যাসূচক ছাপ ছিল না তারা কেনা বেচার অধিকার হারাল। 18যে বুদ্ধিমান সে ঐ পশুর সংখ্যা গণনা করুক। এর জন্য বিজ্ঞতার প্রয়োজন। ঐ সংখ্যাটি একটি মানুষের নামের সংখ্যা আর সেই সংখ্যা হচ্ছে 666।

### মুক্তির গীত

14 এরপর আমি সিয়োন পর্বতের ওপর এক মেষশাবককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে 1,44,000 জন লোক। তাদের প্রত্যেকের কপালে তাঁর নাম ও তাঁর পিতার নাম লিখিত। 2পরে আমি স্বর্গ থেকে শুনতে পেলাম প্রবল জলকল্লোলের মতো, প্রচণ্ড মেঘগর্জনের মতো এক কণ্ঠস্বর; যে স্বর আমি শুনলাম তাতে মনে হল যেন বীণাবাদকদল তাঁদের বীণা বাজাচ্ছেন। 3তাঁরা সকলে সিংহাসনের সামনে ও সেই চারজন প্রাণী ও প্রাচীনদের সামনে এক নতুন গীত গাইছিলেন। পৃথিবী থেকে যাদেরকে মূল্য দিয়ে কেনা হয়েছিল সেই 1,44,000 জন লোক ছাড়া আর অন্য কেউই সেই গান শিখতে পারল না। 4এই 1,44,000 জন লোক হলেন তাঁরা যারা স্ত্রীলোকদের সংসর্গে নিজেদের কলুষিত করেন নি, কারণ তাঁরা খাঁটি। তাঁরা মেষশাবক যেখানে যান সেখানেই তাঁকে অনুসরণ করেন। পৃথিবীর লোকদের মধ্য থেকে এই 1,44,000 জন লোককে মুক্ত করা হয়েছে। ঈশ্বর ও মেষশাবকের উদ্দেশ্যে তাঁরা মনুষ্যদের মধ্য থেকে অগ্রিমাংশরূপে গৃহীত হয়েছেন। 5তাঁদের মুখে কোন মিথ্যা কথা পাওয়া যায় নি। তাঁরা নির্দোষ।

### তিনজন স্বর্গদূত

6পরে আমি আর একজন স্বর্গদূতকে আকাশপথে
উড়ে যেতে দেখলাম। পৃথিবীবাসী লোকদের কাছে,
পৃথিবীর সকল জাতি, উপজাতি, ভাষাভাষী লোকের
কাছে ঘোষণা করার জন্য এই স্বর্গদূতের কাছে ছিল
অনন্তকালীন সুসমাচার। 7স্বর্গদূত উদাত্ত কণ্ঠে এই কথা
বললেন, "ঈশ্বরকে ভয় করো ও তাঁর প্রশংসা করো,
কারণ সময় এসেছে যখন ঈশ্বর সমস্ত লোকদের বিচার
করবেন। যিনি স্বর্গ, পৃথিবী, সমুদ্র ও সমস্ত জলের
উৎস সৃষ্টি করেছেন, সেই ঈশ্বরেরই উপাসনা করো।"

8এরপর প্রথম স্বর্গদূতদের পিছন পিছন দ্বিতীয়
স্বর্গদূত উড়ে এসে বললেন, "পতন হল! মহানগরী
বাবিলের পতন হল! সে সমস্ত জাতিকে ঈশ্বরের
ক্রোধের ও তার ব্যভিচারের মদিরা পান করিয়েছে।"

9এরপর ঐ দুজন স্বর্গদূতের পেছনে আর এক স্বর্গদূত
এসে চিৎকার করে বললেন, "যদি কেউ সেই পশু ও
তার প্রতিমার আরাধনা করে আর কপালে কি হাতে
তার ছাপধারণ করে 10তবে সেও ঈশ্বরের সেই রোষ
মদিরা পান করবে, যা ঈশ্বরের ক্রোধের পাত্রে অমিশ্রিত
অবস্থায় ঢালা হচ্ছে। পবিত্র স্বর্গদূতদের ও মেষশাবকের
সামনে জ্বলন্ত গন্ধকে ও আগুনে পড়ে তাকে কি নিদারুণ
যন্ত্রণাই না পেতে হবে। 11তাদের যন্ত্রণার ধোঁয়া
যুগপর্যায়ে যুগে যুগে উপরে উঠতে থাকবে। যারা সেই
পশু ও তার মূর্ত্তির আরাধনা করে অথবা যে কেউ তার
নামের ছাপ ধারণ করে, তারা দিনে কি রাতে কখনও
বিশ্রাম পাবে না।" 12এখানেই ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের
ধৈর্য্যের প্রয়োজন, যারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করবে ও
যীশুর প্রতি বিশ্বাসে স্থির থাকবে। 13এরপর আমি স্বর্গ
থেকে রব শুনলাম। "তুমি এই কথা লেখ: এখন থেকে
মৃত লোকেরা ধন্য, যারা প্রভুর সঙ্গে যুক্ত থেকে মৃত্যুবরণ
করেছে।"

আত্মা একথা বলছেন, "হ্যাঁ এ সত্য। তারা তাদের
কঠোর পরিশ্রম থেকে বিশ্রাম লাভ করবে, কারণ তাদের
সব সৎকর্ম তাদের অনুসরণ করে।"

### পৃথিবীর শস্য কর্তন

14পরে আমি তাকিয়ে দেখলাম, আমার সামনে
একখণ্ড সাদা মেঘ। সেই মেঘের ওপর মানবপুত্রের*
মতো একজন বসে আছেন। তাঁর মাথায় সোনার মুকুট
ও তার হাতে একটা ধারালো কাস্তে। 15এরপর মন্দির
থেকে আর এক স্বর্গদূত বের হয়ে এলেন। যিনি মেঘের
ওপরে বসে আছেন তাঁকে তিনি বললেন, "আপনার
কাস্তে লাগান ও শস্য সংগ্রহ করুন, কারণ শস্য সংগ্রহের
সময় এসেছে। পৃথিবীর সব শস্য পেকেছে।" 16তাই
যিনি সেই মেঘের উপর বসেছিলেন তিনি পৃথিবীর
উপর কাস্তে চালালেন আর পৃথিবীর ফসল তোলা হল।

17এরপর স্বর্গের মন্দির থেকে আর একজন স্বর্গদূত
বেরিয়ে এলেন। এই স্বর্গদূতের হাতে এক ধারালো
কাস্তে ছিল, 18আর যজ্ঞবেদী থেকে অন্য এক স্বর্গদূত
বের হয়ে এলেন, যার আগুনের ওপরে কর্তৃত্ব করার
ক্ষমতা ছিল। তিনি ঐ ধারালো কাস্তে হাতে যে স্বর্গদূত
ছিলেন তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে এই কথা বললেন,
"তোমার ধারালো কাস্তে লাগাও, পৃথিবীর সমস্ত
দ্রাক্ষাক্ষেতের দ্রাক্ষার থোকাগুলি কাট, কারণ সমস্ত
দ্রাক্ষা পেকে গেছে।" 19তখন সেই স্বর্গদূত পৃথিবীর
ওপর কাস্তে চালিয়ে পৃথিবীর সমস্ত দ্রাক্ষা সংগ্রহ করে
ঈশ্বরের ক্রোধের মাড়াইকলে ঢেলে দিলেন। 20নগরের
বাইরে মাড়াইকলে দ্রাক্ষাগুলি মাড়াই করা হলে পরে
সেই মাড়াইকল থেকে রক্ত বের হল। সেই রক্ত উচ্চতায়
ঘোড়ার এক বলগা পর্যন্ত এবং দূরত্বে 200 মাইল
প্রবাহিত হল।

### শেষ আঘাতের স্বর্গদূতগণ

15 পরে আমি স্বর্গে আর একটি মহৎ ও বিস্ময়কর
চিহ্ন দেখলাম। সপ্তম স্বর্গদূতকে সপ্ত আঘাত
নিয়ে আসতে দেখলাম। এগুলিই শেষতম আঘাত।
এই আঘাতগুলির দ্বারা ঈশ্বরের মহাক্রোধের অবসান
হবে।

2এরপর আমি অগ্নিমিশ্রিত কাঁচের সমুদ্রের মত কিছু
একটা দেখলাম। যারা সেই পশু, তার মূর্ত্তি ও তার
নামের সংখ্যাকে জয় করেছে তারা ঈশ্বরের দেওয়া
বীণা হাতে ধরে সেই কাঁচের সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে
ছিল। 3তারা ঈশ্বরের দাস মোশির গীত ও মেষশাবকের
গীত গাইছিল:

"হে প্রভু ঈশ্বর ও সর্বশক্তিমান, মহৎ ও আশ্চর্য
তোমার ক্রিয়া সকল, হে জাতিবৃন্দের রাজন্! ন্যায্য ও
সত্য তোমার পথ সকল।

4হে প্রভু, কে না তোমার নামের প্রশংসা করবে?
কারণ তুমিই একমাত্র পবিত্র। সমস্ত জাতি তোমার
সামনে এসে তোমার উপাসনা করবে, কারণ তোমার
ন্যায়সঙ্গত কাজ প্রকাশিত হয়েছে।"

5এরপর আমি স্বর্গের মন্দির দেখলাম ঈশ্বরের পবিত্র
উপস্থিতির তাঁবু, মন্দিরটি খোলা ছিল। 6সেই সপ্তম
স্বর্গদূতগণ যাদের ওপর শেষ সাতটি হানবার ক্ষমতা
দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা সেই মন্দির থেকে বের হয়ে
এলেন। তাঁরা শুচি শুভ্র মসীনার পোশাক পরিহিত তাঁদের
বুকে সোনার ফিতে বাঁধা। 7পরে সেই চার প্রাণীর মধ্য
থেকে একজন ঐ সাতজন স্বর্গদূতদের হাতে একে
একে তুলে দিলেন সাতটি সোনার বাটি, সেগুলি
যুগপর্যায়ে যুগে যুগে জীবন্ত ঈশ্বরের রোষে পরিপূর্ণ।
8তাতে ঈশ্বরের মহিমা ও পরাক্রম হতে উৎপন্ন ধোঁয়ায়
মন্দিরটি পরিপূর্ণ হল। আর সেই সপ্ত স্বর্গদূতদের সপ্ত
আঘাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ মন্দিরের মধ্যে
প্রবেশ করতে পারল না।

### ঈশ্বরের ক্রোধপূর্ণ পাত্রসকল

16 তখন আমি মন্দির থেকে এক উদাত্ত কণ্ঠস্বর
শুনতে পেলাম, তা ঐ সাতজন স্বর্গদূতকে বলছে,

---

**মানবপুত্র** দানি 7:13-14; যীশু নিজের জন্য প্রায় এই নাম ব্যবহার করতেন।

"যাও, ঈশ্বরের রোষের সেই সাতটি বাটি পৃথিবীতে ঢেলে দাও।"

2তখন প্রথম স্বর্গদূত গিয়ে পৃথিবীর ওপরে তাঁর বাটিটি ঢেলে দিলেন, তাতে যারা সেই পশুর ছাপ ধারণ করেছিল, যারা তার মূর্ত্তির উপাসনা করেছিল তাদের গায়ে এক কুৎসিত বেদনাদায়ক ঘা দেখা দিল।

3এরপর দ্বিতীয় স্বর্গদূত তাঁর বাটিটি সমুদ্রের উপর ঢেলে দিলেন। তাতে সমুদ্রের জল মৃত লোকের রক্তের মতো হয়ে গেল, আর তাতে সমুদ্রের মধ্যে যত জীবন্ত প্রাণী ছিল সবই মারা পড়ল।

4এরপর তৃতীয় স্বর্গদূত তাঁর বাটিটি পৃথিবীর নদনদী ও জলের উৎসে ঢেলে দিলেন, তাতে সব জল রক্ত হয়ে গেল। 5তখন আমি জল সমূহের স্বর্গদূতকে বলতে শুনলাম:

"তুমি আছ ও ছিলে, তুমিই পবিত্র, তুমি ন্যায়পরায়ণ কারণ তুমি এইসব বিষয়ের বিচার করেছ।

6ওরা পবিত্র লোকদের ও ভাববাদীদের রক্তপাত করেছে; আর তার প্রতিফলস্বরূপ আজ তুমিও এই সব লোককে রক্তপান করতে দিয়েছ, এটাই এদের প্রাপ্য।"

7তখন আমি যজ্ঞবেদীকে বলতে শুনলাম,

"হ্যাঁ, প্রভু ঈশ্বর যিনি সর্বশক্তিমান, তোমার বিচার সত্য ও ন্যায়সঙ্গত।"

8পরে চতুর্থ স্বর্গদূত সূর্যের ওপরে তাঁর বাটিটি ঢেলে দিলেন। তাতে লোকদের আগুনে পোড়াবার ক্ষমতা সূর্যকে দেওয়া হল। 9তখন সেই প্রচণ্ড তাপে লোকেদের পোড়ানো হল। ঈশ্বরকে তারা অভিশাপ দিতে লাগল। এই সমস্ত আঘাতের উপর ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ছিল; কিন্তু তারা তাদের মন ফিরালো না আর ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করল না।

10এরপর পঞ্চম স্বর্গদূত তাঁর বাটিটি সেই পশুর সিংহাসনের ওপর ঢেলে দিলেন। ফলে তার রাজ্যের সব জায়গায় ঘোর অন্ধকার হয়ে গেল, আর লোকেরা যন্ত্রণায় নিজেদের জিভ কামড়াতে লাগল। 11বেদনা ও ক্ষতের জন্য তারা স্বর্গের ঈশ্বরকে অভিশাপ দিতে লাগল, কিন্তু তারা কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করল না।

12এরপর ষষ্ঠ দূত তার বাটিটি নিয়ে মহানদী ইউফ্রেটিসের ওপর ঢেলে দিলেন। তাতে নদীর জল শুকিয়ে গেল, ও প্রাচ্যের রাজাদের জন্য আসার পথ প্রস্তুত হল। 13এরপর আমি দেখলাম সেই সাপের মুখ থেকে, পশুর মুখ থেকে ও ভণ্ড ভাববাদীর মুখ থেকে ব্যাঙের মতো দেখতে একটি একটি করে তিনটি অশুচি আত্মা বেরিয়ে এল। 14সেই অশুচি আত্মারা ভূতের আত্মা, যারা নানা অলৌকিক কাজ করে। তারা সমস্ত জগতে ঘুরে রাজাদের একত্রিত করল সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মহাবিচারের দিনে যুদ্ধ করার জন্য।

15"শোন! চোর যেমন আসে আমি তেমনি আসব। ধন্য সেই ব্যক্তি যে জেগে থাকে, আর নিজের পোশাক নিজের কাছে রাখে। যাতে তাকে উলঙ্গ হয়ে না বেড়াতে হয় এবং লজ্জায় না পড়তে হয়।"

16পরে ঐ অশুচি আত্মারা ইব্রীয় ভাষায় যাকে হর্‌মাগিদোন বলে সেই স্থানে নিয়ে এসে রাজাদের একত্রিত করল।

17এরপর সপ্তম স্বর্গদূত আকাশের ওপর তাঁর বাটিটি ঢেলে দিলেন। তখন স্বর্গের মন্দিরের সেই সিংহাসন থেকে শোনা গেল এক পরম উদাত্ত কণ্ঠস্বর, "সমাপ্ত হল!"

18তাতে বিদ্যুৎ ঝলক, মেঘগর্জন, বজ্রপাত এবং ভয়ঙ্কর এক ভূমিকম্প হল। পৃথিবীতে মানুষের উৎপত্তি কাল থেকে এমন ভূমিকম্প আর কখনও হয় নি। 19সেই মহানগরী তাতে ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেল; আর ধূলিসাৎ হয়ে গেল বিধর্মীদের সব শহর। ঈশ্বর মহান বাবিলকে শাস্তি দিতে ভুলে যান নি। তিনি তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধে পূর্ণ সেই পানপাত্র মহানগরীকে দিলেন।

20এর ফলে সমস্ত দ্বীপ অদৃশ্য হয়ে গেল, আর পর্বতমালা সমভূমি হয়ে গেল। 21আকাশ থেকে মানুষের ওপরে বিরাট বিরাট শিলা পড়তে লাগল, এক একটি শিলা ছিল এক এক মণ ভারী; আর এই শিলা বৃষ্টির জন্য মানুষেরা ঈশ্বরের নিন্দা করতে লাগল, কারণ সেই আঘাত ছিল নিদারুণ ভয়ঙ্কর এক আঘাত।

### পশুর উপরে স্ত্রীলোক

17এরপর ঐ সাতটি বাটি যাদের হাতে ছিল, সেই সাতজন স্বর্গদূতের মধ্যে একজন এসে আমায় বললেন, "এস, বহু নদীর উপরে যে মহাবেশ্যা বসে আছে, আমি তোমাকে তার কি শাস্তি হবে তা দেখাবো। 2তার সঙ্গে পৃথিবীর রাজারা যৌন পাপ করেছে, আর পৃথিবীর লোকেরা তার অসৎ যৌন ক্রিয়ার মদিরা পান করে মত্ত হয়েছে।"

3তখন তিনি আত্মার পরিচালনায় আমাকে প্রান্তরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমি একটি নারীকে দেখলাম, সে লাল রঙের এক পশুর ওপর বসে আছে। সেই পশুটির সাতটা মাথা ও দশটা শিং, তার সারা গায়ে ঈশ্বর নিন্দাসূচক নাম লেখা ছিল। 4সেই নারীর পরনে ছিল বেগুনী ও লাল রঙের বসন, সোনা ও বহুমূল্য মণি-মুক্তা খচিত অলঙ্কার তার অঙ্গে, তার হাতে সোনার একটি পান পাত্র ছিল, ঘৃণ্য দ্রব্যে ও তার যৌন পাপ-মালিন্যে তা পূর্ণ। 5তার কপালে রহস্যপূর্ণ এক নাম লেখা আছে:

*মহতী বাবিল পৃথিবীর বেশ্যাদের*
*এবং পৃথিবীর যাবতীয় ঘৃণ্য জিনিসের জননী।*

6আমি দেখলাম, সেই নারী ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের রক্তে মাতাল হয়ে আছে। এই পবিত্র লোকেরাই যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিল।

সেই নারীকে দেখে আমি রীতিমতো অবাক হয়ে গেলাম। 7সেই স্বর্গদূত আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি

অবাক হচ্ছ কেন? আমি ঐ নারী ও তার বাহন পশু সম্পর্কে নিগূঢ়তত্ত্ব জানাচ্ছি। ঐ পশুটির সাতটি মাথা এবং দশটি শিং আছে। 8তুমি যে পশুকে দেখলে, এক সময় সে বেঁচে ছিল, কিন্তু এখন সে বেঁচে নেই। সে পাতাল থেকে উঠে আসবে ও তার ধ্বংস স্থানে যাবে। জগৎ পত্তনের সময় থেকে পৃথিবী নিবাসী যত লোকের নাম জীবন-পুস্তকে লিখিত নেই, তারা ঐ পশুকে দেখে বিস্মিত হবে, কারণ পশুটি একদিন ছিল, এখন আর নেই, কিন্তু পরে আবার আসবে।

9"এটা বোঝার জন্য বিজ্ঞ মনের প্রয়োজন। ঐ সপ্ত মস্তক হচ্ছে সপ্ত পর্বত, যার ওপর ঐ নারী বসে আছে। তারা আবার সপ্ত রাজার প্রতীক। 10তাদের মধ্যে প্রথম পাঁচ জনের পতন হয়েছে। একজন আছে আর অন্য জন এখনও আসেনি। সে এলে কেবল অল্পকালই থাকবে। 11যে পশু একসময়ে জীবিত ছিল, আর এখন নেই, সেই হচ্ছে অষ্টম রাজা। এই অষ্টম রাজা সেই সাত রাজার একটি আর সে তার ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে।

12"আর তুমি যে দশটি শিং দেখলে, তা হল দশটি রাজা, তারা এখনও রাজ্য পায় নি, কিন্তু সেই পশুর সঙ্গে এক ঘণ্টার জন্য রাজাদের মতো কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা পাবে। 13এই দশ রাজার উদ্দেশ্য এক, তারা নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সেই পশুকে দেবে। 14তারা মেষশাবকের সঙ্গে যুদ্ধ করবে কিন্তু মেষশাবক তাদের পরাজিত করবে কারণ তিনি প্রভুদের প্রভু ও রাজাদের রাজা। তিনি তাঁর মনোনীত এবং বিশ্বস্ত লোকদের সাহায্যে তাদের পরাজিত করবেন। এই লোকদের তিনি আহ্বান করেছিলেন।"

15আর স্বর্গদূত আমায় বললেন, "দেখ, ঐ গণিকা যে জলের ওপর বসে আছে, সেই জল হচ্ছে জাতিগণ, প্রজাগণ, জনগণ ও ভিন্ন ভাষাভাষীর লোকসমুহ। 16তুমি যে দশটা শিং ও পশুকে দেখলে, তারা ঐ গণিকাকে ঘৃণা করবে। তারা তার সব কিছু কেড়ে নিয়ে তাকে উলঙ্গ করে তার দেহটাকে খাবে, তারপর তাকে আগুনে পুড়িয়ে দেবে। 17এসব ঘটবে কারণ ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে তাদের হৃদয়ে এই প্রবৃত্তি দেবেন। সেজন্য তারা সকলে একচিত্ত হয়ে যে পর্যন্ত ঈশ্বরের বাক্য সফল না হয় সেই পর্যন্ত নিজের নিজের ক্ষমতা সেই পশুকে দেবে, যাতে সে রাজত্ব করতে পারে। 18তুমি যে নারীকে দেখলে সে ঐ মহানগরীর প্রতীক, যে পৃথিবীর রাজাদের ওপরে কর্তৃত্ব করে।"

### বাবিল ধ্বংস হল

18 এইসব ঘটনার পর আমি আর একজন স্বর্গদূতকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখলাম। তিনি মহাপরাক্রান্ত স্বর্গদূত, তাঁর জ্যোতি সমস্ত পৃথিবীকে আলোকিত করে তুলল। 2তিনি প্রবল শব্দে চেঁচিয়ে উঠলেন:

"পতন হল! মহানগরী বাবিলের পতন হল! সে ভূতদের আবাসে পরিণত হয়েছে। সেই নগরী হয়েছে সব রকমের অশুচি আত্মার আবাস। সে যতো অশুচি পাখীদের বাসা এবং যতো নোংরা ও ঘৃণ্য পশুদের নগরীতে পরিণত হয়েছে।

3পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তার অসৎ যৌন পাপের মদিরা ও ঈশ্বরের রোষ মদিরা পান করেছে। পৃথিবীর রাজারা তার সঙ্গে ব্যভিচার করেছে; আর পৃথিবীর ব্যবসায়ীরা তার অসংযত বিলাসিতার সুবাদে ধনবান হয়ে উঠেছে।"

4এরপর আমি স্বর্গ থেকে আর একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, সে বলছে:

"হে আমার প্রজারা, ওখান থেকে বেরিয়ে এস, তোমরা যেন ওর পাপের ভাগী না হও; আর ওর প্রাপ্য আঘাত যেন তোমাদের ওপর না আসে।

5কারণ ওর পাপ স্তূপীকৃত হয়ে গগণচুম্বী হয়েছে; আর ঈশ্বর ওর সব অপরাধ স্মরণ করেছেন।

6সে অপরের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করেছে, তোমরাও তার প্রতি সেরূপ ব্যবহার কর। সে যেমন কাজ করেছে, তোমরা তার দ্বিগুণ প্রতিফল তাকে দাও। অপরের জন্য পানপাত্রে সে যে পরিমাণ মেশাতো তোমরা তার জন্য সেই পাত্রে দ্বিগুণ মেশাও।

7সে (বাবিল) যত অহঙ্কার ও বিলাসিতায় জীবন কাটাতো তোমরা তাকে তত যন্ত্রণা ও মনোদুঃখ দাও। কারণ সে নিজের বিষয়ে বলত, 'আমি রাণী, রাণীর মতোই সিংহাসনে বসে আছি। আমি বিধবা নই, আর আমি কখনই দুঃখ পাব না।'

8অতএব এক দিনের মধ্যেই তার ওপর এই আঘাত আসবে; মৃত্যু, শোক ও দুর্ভিক্ষ আর আগুনে পুড়িয়ে তাকে ধ্বংস করা হবে; কারণ প্রভু ঈশ্বর যিনি তার বিচার করেছেন তিনি সর্বশক্তিমান।"

9"জগতের যে সব রাজারা তার সঙ্গে যৌন পাপে লিপ্ত হয়েছে ও বিলাসে কাটিয়েছে, তারা তাকে জ্বলতে দেখে ও তার থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখে বিলাপ ও হাহাকার করবে।" 10তার যন্ত্রণার ভয়াবহতা দেখে ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে বলবে:

'হায়! হায়! হে মহান নগরী! ও শক্তিশালী বাবিল নগরী! এক ঘণ্টার মধ্যেই তোমার উপরে শাস্তি নেমে এল!'

11আর পৃথিবীর ব্যবসায়ীরা তার (বাবিলের) জন্য কাঁদছে ও হাহাকার করছে, কারণ তাদের বাণিজ্য দ্রব্য আর কেউ কেনে না। 12তাদের বাণিজ্যদ্রব্যগুলি ছিল : সোনা, রূপো, মণি, মুক্তা, মসীনার কাপড়, বেগুনী রঙের কাপড়, রেশমের কাপড়, লাল রঙের কাপড়, সব রকমের চন্দন কাঠ, হাতির দাঁতের তৈরী বিভিন্ন জিনিসপত্র, মূল্যবান কাঠ, কাঁসার, লোহার ও মার্বেল পাথরের সব রকমের পাত্র, 13আর দারুচিনি, মশলা, ধূপ, সুগন্ধি নির্যাস, মস্তকি, গুগগুল, মদ ও জলপাইয়ের তেল, ময়দা, আটা, গরু, মেষ, ঘোড়া গাড়ী, আর মানুষের দেহ এবং প্রাণও। সেই ব্যবসায়ীরা কেঁদে কেঁদে বলবে:

14‘হে বাবিল, যে সব ভাল ভাল জিনিসের প্রতি
তোমার মন পড়ে ছিল তার সবই তোমার কাছ থেকে
চলে গেছে। তোমার সব রকমের বিলাসিতা ও শোভা
প্রাচুর্য্য সবই ধ্বংস হয়ে গেছে। তুমি তা আর কখনই
দেখতে পাবে না।’

15“ঐ সব জিনিসের ব্যবসায়ীরা তার ধনে ধনী
হয়েছিল, তারা তার যন্ত্রণা দেখে ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে
কাঁদবে আর হাহাকার করে বলবে:
16‘হায়! হায়! হায় মহানগরী! সে মসীনার কাপড়,
বেগুনী রঙের কাপড় ও লাল রঙের কাপড় পরত। সে
সোনা, মণি, মুক্তা খচিত গয়না পরত।
17এক ঘণ্টার মধ্যে তার সেই মহাসম্পদ ধ্বংস
হল!’

“আর প্রত্যেক জাহাজের প্রধান কর্মচারীরা,
জলপথের যাত্রীরা, নাবিকেরা ও সমুদ্রেই জীবিকা
যাদের, তারা সকলে বাবিল থেকে সরে দাঁড়ালো।
18জ্বলন্ত বাবিলের ধোঁয়া দেখে তারা চিৎকার করে বলতে
লাগল, ‘আর কোন নগর এই মহানগরীর মত ছিল না!’
19তারা সকলে নিজেদের মাথায় ধূলো ছিটিয়ে
হাহাকার করে বলতে লাগল:
‘হায়! হায়! ঐ মহানগরীর কি দুর্দশাই না হল! যার
সম্পদে সমুদ্রগামী জাহাজের কর্তারা ধনবান হত, এক
ঘণ্টার মধ্যে সে ধ্বংস হয়ে গেল।
20এইজন্য হে স্বর্গ! উল্লসিত হও! হে ঈশ্বরের পবিত্র
লোকেরা! হে প্রেরিতেরা আর ভাববাদীরা, উল্লাসিত
হও! কারণ সে তোমাদের প্রতি যে অন্যায় করেছে,
ঈশ্বর তার শাস্তি তাকে দিয়েছেন।’”

21পরে এক পরাক্রান্ত স্বর্গদূত খুব বড় যাঁতার মতো
পাথর তুলে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে বললেন:
“এই পাথরটির মতো মহানগরী বাবিলকে ছুঁড়ে ফেলা
হবে; আর চিরকালের মতো সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।
22তোমার মধ্যে বীণাবাদক, বাঁশীবাদক, তূরীবাদক
ও গায়কদের গান-বাজনা আর কখনও শোনা যাবে
না। তোমার মধ্যে আর কখনও কোন শিল্পকারকে পাওয়া
যাবে না, গম ভাঙ্গার যাঁতার শব্দ আর কখনও শোনা
যাবে না।
23তোমার মধ্যে আর কখনও প্রদীপ জ্বলবে না,
বর-কনের কথাবার্তা আর কখনও শোনা যাবে না।
তোমার ব্যবসায়ীরা পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত হয়েছিল।
তোমার তন্ত্র-মন্ত্রের জাদুতে সমস্ত জাতি ভ্রান্ত হয়েছিল।
24বাবিল সমস্ত ভাববাদী, ঈশ্বরের পবিত্র লোক,
আর পৃথিবীতে যত লোককে হত্যা করা হয়েছে, তার
রক্তপাতের দোষে দোষী।”

### স্বর্গের লোকেরা ঈশ্বরের প্রশংসা করল

19 এরপর আমি স্বর্গে এক বিশাল জনতার কলরব
শুনলাম। সেই লোকেরা বলছে:

“হাল্লিলূইয়া! জয়, মহিমা ও পরাক্রম আমাদের
ঈশ্বরেরই, 2কারণ তাঁর বিচারসকল সত্য ও ন্যায্য।
তিনি সেই মহান গণিকার বিচার নিষ্পন্ন করেছেন, যে
তার যৌন পাপ দ্বারা পৃথিবীকে কলুষিত করত। ঈশ্বরের
দাসদের রক্তপাতের প্রতিশোধ নিতে ঈশ্বর সেই বেশ্যাকে
শাস্তি দিয়েছেন।”

3তারপর স্বর্গের সেই লোকেরা বলে উঠল:
“হাল্লিলূইয়া! সেই বেশ্যা ভস্মীভূত হবে এবং যুগ
যুগ ধরে তার ধোঁয়া উঠবে।”

4এরপর সেই চব্বিশজন প্রাচীন ও চারজন প্রাণী
সিংহাসনে যিনি বসেছিলেন, সেই ঈশ্বরের চরণে মাথা
নত করে তাঁর উপাসনা করে বললেন:
“আমেন, হাল্লিলূইয়া!”

5পরে সিংহাসন থেকে এক বাণী নির্গত হল, কে
যেন বলে উঠল:
“হে আমার দাসেরা, তোমরা যারা তাঁকে ভয় কর,
তোমরা ক্ষুদ্র কি মহান, তোমরা সকলে ঈশ্বরের প্রশংসা
কর!”

6পরে আমি বিরাট জনসমুদ্রের রব, প্রবল
জলকল্লোল ও প্রচণ্ড মেঘগর্জনের মতো এই বাণী
শুনলাম:
“হাল্লিলূইয়া! আমাদের প্রভু যিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর,
তিনি রাজত্ব শুরু করেছেন।
7এস, আমরা আনন্দ ও উল্লাস করি, আর তাঁর
মহিমা করি, কারণ মেষশাবকের বিবাহের দিন এল।
তাঁর বধূও বিবাহের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছে।
8তাকে পরিধান করতে দেওয়া হল শুচি শুভ্র উজ্জ্বল
মসীনার বসন।”

সেই মসীনার বসন হল ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের
সৎকর্মের প্রতীক।

9এরপর তিনি আমায় বললেন, “তুমি এই কথা
লেখ। ধন্য তারা, যারা মেষশাবকের বিবাহে নিমন্ত্রিত
হয়েছে।” তারপর দূত আমায় বললেন, “এগুলি ঈশ্বরের
সত্য বাক্য।”
10আমি তাঁকে উপাসনা করার জন্য তাঁর চরণে
মাথা নত করলাম; কিন্তু স্বর্গদূত আমায় বললেন,
“আমার উপাসনা কোর না! আমি তোমারই মত এবং
তোমার যে ভাইয়েরা যীশুর সাক্ষ্য ধরে রয়েছে তাদের
মতো এক দাস। ঈশ্বরেরই উপাসনা কর, কারণ
ভাববাণীর আত্মাই হল যীশুর সাক্ষ্য।”

### শ্বেত অশ্বের চালক

11এরপর আমি দেখলাম, স্বর্গ উন্মুক্ত, আর সেখানে
সাদা একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। তার ওপর যিনি
বসে আছেন, তাঁর নাম “বিশ্বস্ত ও সত্যময়” আর তিনি

ন্যায়সিদ্ধ বিচার করেন ও যুদ্ধ করেন। 12আগুনের শিখার
মতো তাঁর চোখ, আর তাঁর মাথায় অনেকগুলি মুকুট
আছে; সেই মুকুটগুলির উপর এমন এক নাম লেখা
আছে, যার অর্থ তিনি ছাড়া অন্য আর কেউ জানে না।
13রক্তে ডুবানো পোশাক তাঁর পরনে; তাঁর নাম ঈশ্বরের
বাক্য। 14স্বর্গের সেনাবাহিনী সাদা ঘোড়ায় চড়ে তাঁর
পিছনে পিছনে চলেছিল। তাদের পরনে ছিল শুচিশুভ্র
মসীনার পোশাক। 15একটি ধারালো তরবারি তাঁর মুখ
থেকে বেরিয়ে আসছিল, যা দিয়ে তিনি পৃথিবীর সমস্ত
জাতিকে আঘাত করবেন। লৌহ যষ্টি হাতে জাতিবৃন্দের
উপর তিনি শাসন পরিচালনা করবেন। সর্বশক্তিমান
ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধের কুণ্ডে তিনি সব দ্রাক্ষা মাড়াই
করবেন। 16তাঁর পোশাকে ও উরুতে লেখা আছে এই
নাম:

"রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু।"

17পরে আমি দেখলাম, একজন স্বর্গদূত সূর্যের মধ্যে
দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি উঁচু আকাশ পথে যে সব পাখি
উড়ে যাচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্যে খুব জোরে চিৎকার করে
বললেন: "এস, ঈশ্বর যে মহাভোজের আয়োজন
করেছেন, তার জন্য এক জায়গায় জড়ো হও। 18এস,
রাজাদের, প্রধান সেনাপতিদের ও বীরপুরুষদের মাংস,
ঘোড়া ও ঘোড়-সওয়ারদের মাংস, স্বাধীন কি ক্রীতদাস,
ক্ষুদ্র কি মহান সকল মানুষের মাংস খেয়ে যাও।"
19তখন আমি দেখলাম ঐ ঘোড়ার ওপর যিনি
বসেছিলেন, তিনি ও তাঁর সৈন্যদের সঙ্গে সেই পশু ও
পৃথিবীর রাজারা তাদের সমস্ত সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ
করার জন্য একত্র হল। 20কিন্তু সেই পশু ও ভণ্ড
ভাববাদীকে ধরা হল। এই সেই ভণ্ড ভাববাদী, যে
পশুর জন্য অলৌকিক কাজ করেছিল। এই অলৌকিক
কাজের দ্বারা ভণ্ড ভাববাদী তাদেরকে প্রতারণা করেছিল
যাদের সেই পশুর চিহ্ন ছিল এবং যারা তার উপাসনা
করেছিল। ভণ্ড ভাববাদী এবং পশুটিকে জ্বলন্ত গন্ধকের
হ্রদে ছুঁড়ে ফেলা হল। 21যারা বাকী থাকল তারা সকলে
সেই সাদা ঘোড়ার সওয়ারীর মুখ থেকে বের হওয়া
ধারালো তরবারির আঘাতে মারা পড়ল; আর সমস্ত
পাখি তাদের মাংস খেয়ে তৃপ্ত হল।

### এক হাজার বছর

20 এরপর আমি একজন স্বর্গদূতকে স্বর্গ থেকে
নেমে আসতে দেখলাম। সেই স্বর্গদূতের হাতে
ছিল অতল গহ্বরের চাবি আর একটা বড় শেকল।
2তিনি সেই নাগকে ধরলেন, এ সেই পুরানো সাপ,
দিয়াবল বা শয়তান, তিনি তাকে হাজার বছরের জন্য
বেঁধে রাখলেন। 3স্বর্গদূত তাকে অতল গহ্বরের মধ্যে
ছুঁড়ে ফেলে গহ্বরের মুখ বন্ধ করলেন ও তা সীলমোহর
করে দিলেন, যেন হাজার বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সে
পৃথিবীর জাতিবৃন্দকে আর বিভ্রান্ত করতে না পারে। ঐ
হাজার বছর পূর্ণ হলে কিছুকালের জন্য তাকে ছাড়া
হবে।

4পরে আমি কয়েকটি সিংহাসন দেখলাম; আর তার
ওপর যারা বসে আছেন তাদের সকলকে বিচার করার
ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দেবার
জন্য ও ঈশ্বরের বাণী প্রচারের জন্য যাদের শিরশ্ছেদ
করা হয়েছিল, যারা সেই পশুকে ও তার মূর্ত্তিকে পূজা
করে নি, নিজেদের কপালে বা হাতে তার ছাপ নেয়
নি, তাদের প্রাণ দেখতে পেলাম। আর তারা সকলে
পুনর্জীবিত হয়ে সেই হাজার বছর ধরে খ্রীষ্টের সঙ্গে
রাজত্ব করল। 5যে পর্যন্ত সেই হাজার বছর শেষ না
হল, সে পর্যন্ত বাকী মৃত লোকেরা পুনরুত্থিত হল না।
এই হল প্রথম পুনরুত্থান। 6যে কেউ এই প্রথম
পুনরুত্থানের ভাগী হয় সে ধন্য ও পবিত্র। এই সব
লোকদের ওপর দ্বিতীয় মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্ব নেই।
তারা বরং খ্রীষ্টের ও ঈশ্বরের যাজকরূপে তাঁর সঙ্গে
হাজার বছর ধরে রাজত্ব করবে।

### শয়তানের পরাজয়

7সেই হাজার বছর শেষ হলে শয়তানকে অতলস্পর্শী
গহ্বরের কারাগার থেকে মুক্ত করা হবে। 8সে সারা
পৃথিবী জুড়ে সমস্ত জাতিকে বিভ্রান্ত করবে। সে গোগ
ও মাগোগকেও বিভ্রান্ত করবে; শয়তান যুদ্ধের উদ্দেশ্যে
তাদের একত্র করবে। তাদের সংখ্যা সমুদ্র সৈকতের
অগণিত বালুকণার মতো। 9তারা পৃথিবীর ওপর দিয়ে
এগিয়ে চলবে, আর ঈশ্বরের লোকদের শিবির ও ঈশ্বরের
প্রিয় নগরটি অবরোধ করবে; কিন্তু স্বর্গ থেকে আগুন
নেমে শয়তানের সৈন্যদের ধ্বংস করবে। 10তখন সেই
শয়তান যে তাদের ভ্রান্ত করেছিল তাকে জ্বলন্ত গন্ধকের
হ্রদে ছুঁড়ে ফেলা হবে, যেখানে সেই পশু ও ভণ্ড
ভাববাদীদের আগেই ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। সেখানে যুগ
যুগ ধরে দিনরাত তারা যন্ত্রণা ভোগ করবে।

### জগতের মানুষের বিচার

11পরে আমি এক বিরাট শ্বেত সিংহাসন ও তাঁর
ওপর যিনি বসে আছেন তাঁকে দেখলাম। তাঁর সামনে
থেকে পৃথিবী ও আকাশ বিলুপ্ত হল এবং তাদের কোন
অস্তিত্ব রইল না। 12আমি দেখলাম, ক্ষুদ্র কি মহান
সমস্ত মৃত লোক সেই সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।
পরে কয়েকটি গ্রন্থ খোলা হল, এবং আরও একটি গ্রন্থ
খোলা হল। সেই গ্রন্থটির নাম জীবন-পুস্তক। সেই
গ্রন্থগুলিতে মৃতদের প্রত্যেকের কাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ
ছিল এবং সেই অনুসারে তাদের বিচার হল। 13যে সব
লোক সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল সমুদ্র তাদের সঁপে
দিল, আর মৃত্যু ও পাতাল নিজেদের মধ্যে যে সব মৃত
ব্যক্তি ছিল তাদের সমর্পণ করল। তাদের কৃতকর্ম
অনুসারে তাদের বিচার হল।
14পরে মৃত্যু ও পাতাল আগুনের হ্রদে ছুঁড়ে ফেলা
হল। এই আগুনের হ্রদই হল আসলে দ্বিতীয় মৃত্যু।
15জীবন-পুস্তককে যাদের নাম লেখা দেখতে পাওয়া
গেল না, তাদের সকলকে আগুনের হ্রদে ছুঁড়ে ফেলা
হল।

### নতুন জেরুশালেম

21 এরপর আমি এক নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবী
দেখলাম; কারণ প্রথম স্বর্গ ও প্রথম পৃথিবী
বিলুপ্ত হয়ে গেছে; এখন সমুদ্র আর নেই। 2আমি আরো
দেখলাম, সেই পবিত্র নগরী, নতুন জেরুশালেম, স্বর্গ
হতে ঈশ্বরের কাছ থেকে নেমে আসছে। কনে যেমন
তার বরের জন্য সাজে, সেও সেইভাবে প্রস্তুত হয়েছিল।
3পরে আমি সিংহাসন থেকে এক উদাত্ত রব শুনতে
পেলাম, যা ঘোষণা করছে, "এখন মানুষের মাঝে ঈশ্বরের
আবাস, তিনি তাদের সঙ্গে বাস করবেন ও তারা তাঁর
প্রজা হবে। ঈশ্বর নিজে তাদের সঙ্গে থাকবেন ও
তাদের ঈশ্বর হবেন। 4তিনি তাদের চোখের সব জল
মুছিয়ে দেবেন। মৃত্যু, শোক, কান্না, জ্বালা যন্ত্রণা আর
থাকবে না, কারণ পুরানো বিষয়গুলি বিলুপ্ত হল। 5আর
যিনি সিংহাসনে বসে আছেন তিনি বললেন, "দেখ!
আমি সব কিছু নতুন করছি!" পরে তিনি বললেন,
"লেখ, কারণ এসব কথা সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য।"

6যিনি সিংহাসনে বসেছিলেন পরে তিনি আমায়
বললেন, "সম্পন্ন হল! আমি আলফা ও ওমেগা, আমিই
আদি ও অন্ত। যে তৃষ্ণার্ত তাকে আমি জীবন জলের
উৎস থেকে বিনামূল্যে জল দান করব। 7যে বিজয়ী হয়
সেই এসবের অধিকারী হবে। আমি তার ঈশ্বর হব,
আর সে হবে আমার পুত্র। 8কিন্তু যারা ভীরু, অবিশ্বাসী
ঘৃণ্যলোক, নরঘাতক, যৌনপাপে পাপগ্রস্ত, মায়াবী,
প্রতিমাপূজারী, যারা মিথ্যাবাদী, এদের সকলের স্থান
হবে সেই আগুন ও জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে; এই হল
দ্বিতীয় মৃত্যু।"

9আর যে সপ্ত স্বর্গদূতদের কাছে সপ্ত সন্তাপপূর্ণ
বাটি ছিল তাদের মধ্যে শেষ সন্তাপের বাটিটি যিনি
ঢেলেছিলেন, তিনি এসে আমায় বললেন, "এস, আমি
তোমাকে মেষশাবকের বধূকে দেখাব।" 10আমি আত্মার
আবেশে ছিলাম, সেই অবস্থায় তিনি আমাকে এক খুব
বড় ও উঁচু পাহাড়ের ওপর নিয়ে গেলেন আর স্বর্গে
ঈশ্বরের কাছ থেকে যে পবিত্র নগরী, জেরুশালেম নেমে
আসছিল তা দেখালেন। 11তা ছিল ঈশ্বরের মহিমায়
পূর্ণ বহুমূল্য মণির মতো, তার উজ্জ্বলতা সূর্যকান্ত
মণির মতো উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ। 12নগরের প্রাচীরটি খুব
উঁচু এবং বড় ছিল। প্রাচীরের বারোটি ফটক ছিল।
নগরের বারোটি ফটকে বারোজন স্বর্গদূত ছিল। সেই
দ্বারগুলির ওপর ইস্রায়েলের বারো গোষ্ঠীর নাম লেখা
ছিল। 13পূর্বদিকে তিনটি দরজা, উত্তরদিকে তিনটি
দরজা, দক্ষিণ দিকে তিনটি দরজা ও পশ্চিম দিকে
তিনটি দরজা। 14নগরের সেই প্রাচীরের বারোটি ভিত-
পাথর ছিল, আর সেই সব ভিত পাথরের ওপর
মেষশাবকের বারোজন প্রেরিতের নাম লেখা আছে।

15স্বর্গদূত, যিনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁর
হাতে ঐ নগরটি, তার সব দরজা ও তার প্রাচীর
মাপবার জন্য সোনার মাপকাঠি ছিল। 16ঐ নগরটি
ছিল চারকোণা, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সমান। তিনি নগরটি
সেই মাপকাঠি দিয়ে মাপলে দেখা গেল তা দৈর্ঘ্যে
প্রস্থে ও উচ্চতায় সমান এবং সেই মাপ হল 1,500
মাইল। 17পরে স্বর্গদূত নগরের প্রাচীর মাপলে দেখা
গেল তা 144 হাত উঁচু। স্বর্গদূত মানুষের হাতের মাপ
অনুযায়ী তা মাপলেন, এই মাপই তিনি ব্যবহার
করেছিলেন। 18প্রাচীরের গাঁথনি সূর্যকান্তমণির এবং
নগরটি ছিল শুদ্ধ সোনায় তৈরী, যেটা ছিল কাঁচের মতো
স্বচ্ছ। 19নগরের প্রাচীরের ভিত পাথরগুলিতে সব ধরণের
মূল্যবান মণি-খচিত ছিল। প্রথমটি সূর্যকান্ত মণির,
দ্বিতীয়টি নীলকান্ত মণির, তৃতীয়টি তাম্রমণির, চতুর্থটি
পান্নামণির, পঞ্চমটি বৈদূর্য্যমণির; 20ষষ্ঠটি লালবর্ণ মণির,
সপ্তমটি স্বর্ণমণির, অষ্টমটি ফিরোজা মণির, নবমটি
পোখরাজ মণির, দশমটি হলুদ সবুজ বর্ণ মণির,
একাদশটি রক্তাভ-ফলসাবর্ণ মণির, দ্বাদশটি জামীরা
মণির। 21 দ্বাদশটি জামীরা মণির।

21বারোটি সিংহদ্বার হচ্ছে বারোটি মুক্তা, একটি দ্বার
সড়কটি কাঁচের মতো স্বচ্ছ খাঁটি সোনার তৈরী।

22সেই নগরে আমি কোন মন্দির দেখলাম না, কারণ
প্রভু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও মেষশাবক হচ্ছেন সেই নগরের
মন্দির। 23নগরটি আলোকিত করার জন্য সূর্য বা চাঁদের
প্রয়োজন ছিল না, কারণ ঈশ্বরের মহিমা তা আলোকময়
করে, আর মেষশাবকই তার আলোস্বরূপ। 24এর
আলোতে সমস্ত জাতি চলাফেরা করবে, আর জগতের
রাজারা তাদের প্রতাপ সেখানে নিয়ে আসবে। 25ঐ
নগরের সিংহদ্বারগুলি কোনদিন কখনও বন্ধ হবে না,
কারণ সেখানে কখনও কোন রাত্রি হবে না, 26আর
জাতিবৃন্দের সমস্ত প্রতাপ ও ঐশ্বর্য সেই নগরের মধ্যে
আনা হবে। 27অশুচি কোন কিছু শহরে প্রবেশ করতে
পারবে না। কোন মানুষ যে ঘৃণ্য কাজ করে অথবা যে
অসৎ সে কখনও নগরে প্রবেশ করতে পারবে না।
কেবল যাদের নাম মেষশাবকের জীবন-পুস্তকে লেখা
আছে শুধু তারাই সেখানে প্রবেশ করতে পারবে।

22 পরে তিনি আমাকে জীবনদায়ী জলের এক
নদী দেখালেন। এই নদী স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ,
তা ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন থেকে বয়ে চলেছে।
2নদীটি নগরের রাজপথের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে।
নদীর দু'পারেই জীবনবৃক্ষ আছে। বছরের বারো মাসেই
তাতে বারো বার ফল ধরে, প্রতি মাসে নতুন নতুন ফল
হয়। সেই জীবনবৃক্ষের পাতা জাতিবৃন্দের
আরোগ্যদায়ক।

3নগরীতে অভিশপ্ত কোন কিছুই থাকবে না, সেখানে
অধিষ্ঠিত থাকবে ঈশ্বর ও মেষশাবকের সিংহাসন।
সেখানে ঈশ্বরের দাসেরা তাঁর উপাসনা করবে, 4তারা
তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করবে; আর ঈশ্বরের নাম তাদের
কপালে লেখা থাকবে। 5সেখানে রাত্রি আর হবে না,
প্রদীপের আলো বা সূর্যের আলোর কোন প্রয়োজন
হবে না, কারণ প্রভু ঈশ্বর তখন সবার উপর তাঁর
আলো ছড়িয়ে দেবেন; আর তারা যুগে যুগে চিরকাল
রাজার মত রাজত্ব করবে।

6তখন স্বর্গদূত আমায় বললেন, "এই সমস্ত কথা
সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য। প্রভু যিনি সেই ভাববাদীদের

আত্মার ঈশ্বর, তিনি তাঁর স্বর্গদূতকে পাঠিয়েছেন তাঁর দাসদের সেই সবকিছু দেখাবার জন্য, যা শীঘ্রই ঘটবে।”

**7**“শোন, আমি শিগ্‌গির আসছি। ধন্য সে জন, যে এই পুস্তকের লিখিত ভাববাণী পালন করে।”

**8**আমি যোহন এই সব দেখলাম ও শুনলাম। এইসব দেখা ও শোনার পর, যে দূত আমাকে এই সব দেখাচ্ছিলেন, তাঁর আরাধনার জন্য আমি তাঁর পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়লাম। **9**তিনি তখন আমায় বললেন, “আমার উপাসনা কোর না! আমি তোমার ও তোমার ভাইদের অর্থাৎ ভাববাদীদের মত একজন দাস। আমি সেই সমস্ত লোকের মত যারা এই পুস্তকের বাক্য মেনে চলে। একমাত্র ঈশ্বরেরই উপাসনা কর।”

**10**সেই স্বর্গদূত আমাকে আরো বললেন, “তুমি এই পুস্তকের ভাববাণীগুলি গোপন রেখো না, সে সব কথা পূর্ণ হবার সময় হয়ে এসেছে। **11**যে অন্যায় করছে, সে আরো অন্যায় করুক; আর যে কলুষিত, সে কলুষিত থাকুক। যে ধার্মিক সে এর পরে আরো ধর্মাচরণ করুক; আর যে পবিত্র সে আরো পবিত্র হোক্‌।”

**12**“শোন! আমি শিগ্‌গির আসছি! আমি দেবার জন্য পুরস্কার নিয়ে আসছি, যার যেমন কাজ সেই অনুসারে সে পুরস্কার পাবে। **13**আমি আল্‌ফা ও ওমেগা, প্রথম ও শেষ, আদি ও অন্ত।

**14**“যারা তাদের পোশাক ধোয় তারা ধন্য। তারা জীবন বৃক্ষের ফল খাবার অধিকারী হবে ও দ্বার সকল দিয়ে নগরে প্রবেশ করতে পারবে। **15**আর নগরের বাইরে আছে সেই সব কুকুরেরা, যারা মায়াবী, লম্পট, খুনে, প্রতিমাপূজক, আর যারা মিথ্যা বলতে ভালবাসে ও মিথ্যা কথা বলে। **16**আমি যীশু, আমি আমার স্বর্গদূতকে পাঠালাম যেন সে মণ্ডলীদের জন্য তোমাকে এসব কথা বলে। আমি দায়ূদের মূল ও বংশধর। আমি উজ্জ্বল প্রভাতী তারা।”

**17**আত্মা ও বধূ বলছেন, “এস!” যে একথা শোনে সেও বলুক, “এস!” আর যে পিপাসিত সেও আসুক। যে চায় সে এসে বিনামূল্যে জীবন-জল পান করুক।

**18**এই পুস্তকের ভাববাণী সব যারা শুনবে, আমি তাদের দৃঢ়ভাবে বলছি, এই পুস্তকে যা কিছু লেখা হল, কেউ যদি তার সঙ্গে কিছু যোগ করে তবে ঈশ্বর এই পুস্তকে যে সব সন্তাপের উল্লেখ আছে তা তার জীবনে যোগ করবেন। **19**কেউ যদি এই ভাববাণী পুস্তকের বাক্য থেকে কিছু বাদ দেয়, তবে ঈশ্বর এই পুস্তকে যে জীবনবৃক্ষের কথা লেখা আছে তা থেকে ও পবিত্র নগর থেকে তার অংশ বাদ দেবেন।

**20**যীশু যিনি বলছেন এই বিষয়গুলি সত্য, এখন তিনিই বলছেন, “হ্যাঁ, আমি শিগ্‌গির আসছি।”

আমেন। এস, প্রভু যীশু! **21**প্রভু যীশুর অনুগ্রহ তাঁর সকল লোকের সহবর্তী হোক্‌। আমেন।

# License Agreement for Bible Texts

***World Bible Translation Center***
***Last Updated: September 21, 2006***

Copyright © 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.

**These Scriptures:**

- Are copyrighted by World Bible Translation Center.
- Are not public domain.
- May not be altered or modified in any form.
- May not be sold or offered for sale in any form.
- May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online add space).
- May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included.
- May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: "Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission." If the text quoted is from one of WBTC's non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for "HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™." The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC's text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as "ERV" for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation.

Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC's text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.

World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com

**WBTC's web site –** World Bible Translation Center's web site: http://www.wbtc.org

**Order online –** To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org

**Current license agreement –** *This license is subject to change without notice. The current license can be found at:* http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm

**Trouble viewing this file –** If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

**Viewing Chinese or Korean PDFs –** To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html